স্বদেশ
সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.net/www.hindusamhati bangla.com

Vol. No. 7, Issue No. 01, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 2.00, January 2018

হিন্দু সংহতি

প্রিয় নিবেদিতা,
আমার অনন্ত আশীর্বাদ জেনো এবং কিছুমাত্র নিরাশ হয়ো না। শ্রী ওয়া গুরু, শ্রী ওয়া গুরু। ক্ষত্রিয় শোণিতে তোমার জন্ম। আমাদের অঙ্গে গৈরিক বাস তো যুদ্ধক্ষেত্রের মৃত্যুশয্যা! ব্রত-উদ্‌যাপনে প্রাণপাত করাই আমাদের আদর্শ, সিদ্ধির জন্য ব্যস্ত হওয়া নয়। শ্রী ওয়া গুরু।
—স্বামী বিবেকানন্দ

ঝাড়খন্ডে বজরং মন্দিরে সভা ঃ মুখ্য বক্তা তপন ঘোষ

গত ১লা জানুয়ারি ঝাড়খন্ডের ধানবাদের কাছে মিড়ষার অন্তর্গত উবচড়িয়া গ্রামে বজরংবলী মন্দিরের চতুর্থ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হল। এই উপলক্ষে হিন্দু সংহতির মুখ্য উপদেষ্টা শ্রী তপন ঘোষকে প্রধান বক্তা হিসাবে আহ্বান জানান কর্তৃপক্ষ। প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার পুণ্যার্থীদের সামনে তরুণ যুবকদের উদ্দেশ্যে তপন ঘোষ বলেন, বজরংবলীর জীবনী থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। বজরংবলী শুধু মুখে 'শ্রীরাম' বলেননি, তাঁর শৌর্য, বীর্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে লঙ্কা পুড়িয়ে ছাড়খার করে দিয়েছিলেন। অথচ রামায়ণের শেষ পর্বের নাম 'সুন্দরকাণ্ড'। অর্থাৎ শৌর্য-বীর্যকেই সুন্দর বলা হয়েছে আমাদের মহাকাব্যে। আজকের প্রজন্মকেও শুধু মুখে রামের নাম নিলে চলবে না, রামের বীরত্বের প্রতীক হয়ে উঠতে হবে। একই সঙ্গে তিনি কাশ্মীর সমস্যার কথা তুলে ধরে বলেন, কাশ্মীর ভারতের মানচিত্রে আছে সৈন্যবাহিনীর জোরে। এরজন্য সৈন্যবাহিনীকে যে চরম মূল্য দিতে হচ্ছে তার সঠিক মর্যাদা দিতে ভারত সরকারকে অনুরোধ করেন তিনি। হিন্দু সংহতির সহ সম্পাদক সুজিত মাইতি, উপদেষ্টা রাজীব সিং ও সন্দীপ লাহিড়ী সভায় উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বিশিষ্টজনের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নিলয় গাড়িয়ান, তরুণ হিন্দু দলের ডাঃ নীলমাধব দাস, মন্দির কমিটির অমিত ভাণ্ডারী, মিতালী শর্মা ও সঞ্জয় সিং প্রমুখ।

নন্দীগ্রামের বাৎসরিক শ্রী হনুমান পূজায় আমন্ত্রিত হিন্দু সংহতির নেতৃত্ব, আক্রমণ মুসলিমদের

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম, যা কৃষিজমি রক্ষার আন্দোলনের জন্য পশ্চিমবঙ্গে পরিচিত নাম। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গবাসীদের কাছে অজানা হলো এই যে নন্দীগ্রাম ইসলামিক জেহাদিদের কবলে চলে গিয়েছে। সেখানে বারে বারে হিন্দুর ধর্মীয় স্বাধীনতা লঙ্ঘিত হয়েছে। কিন্তু হিন্দু সংহতির নেতৃত্ব আর সাহসে ভর করে বর্তমান এলাকার হিন্দুরা মাথা তুলে বাঁচার ভরসা পেয়েছে। আর সেই ভরসা থেকে নন্দীগ্রামের শ্রী বজরং কমিটি তাদের বাৎসরিক শ্রীহনুমান-এর পূজায় হিন্দু সংহতির নেতৃত্ব ও কর্মীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এই বছর। গত ২৬শে ডিসেম্বর, মঙ্গলবার পুজোর দিন হিন্দু সংহতির কর্মীরা যখন বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসছিল পূজা প্রাঙ্গণে তখন তেরোপাখিয়া ও বড়বাঁধ এলাকায় মুসলিমরা হিন্দু সংহতির মিছিলে আক্রম করে। প্রধান মিছিল যা টেঙ্গুয়া মোড় তেকে শুরু হয়, যার সামনে ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের মহারাজ শ্রী জীবাত্মানন্দজী মহারাজ, হিন্দু সংহতির সম্পাদক শ্রী সুন্দরগোপাল দাস, সহ সম্পাদক শ্রী সুজিত মাইতি মহাশয় এবং শ্রী সৌরভ শাসমল। এই মিছিল যখন এগিয়ে চলছিল তখন মিছিলের পিছনের প্রান্তে স্থানীয়

মুসলিম রুকুমুদ্দিনের নেতৃত্বে বেশ কিছু মুসলিম হিন্দু সংহতির মিছিলে আক্রমণ করে। তাতে মিছিলে অংশ নেওয়া একজন বাইক আরোহী আহত হয়। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু সংহতির কর্মীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং দুষ্কৃতিদের গ্রেপ্তারে দাবিতে টেঙ্গুয়া মোড় অবরোধ করে। খবর পেয়ে নন্দীগ্রাম থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এবং হিন্দু সংহতির নেতৃত্বের পক্ষ থেকে দোষীদের গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশের উপর চাপ সৃষ্টি করাহয়। পুলিশ বাধ্য হয়ে দোষীদের গ্রেপ্তারের আশ্বাস দেন। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, পুলিশ রুকুমুদ্দিন ও তার চার সঙ্গীতে গ্রেপ্তার করেছে।

অন্যদিকে বাধা সত্ত্বেও অনুষ্ঠান শেষ পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। পুজোর শেষে প্রায় পঁচিশ হাজার মানুষ ভোগ প্রসাদ গ্রহণ করেন।

দুই কর্মীকে অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার, পথ অবরোধ হিন্দু সংহতির

গত ৩০শে নভেম্বর, হাওড়া জেলার বাগনান থানার অন্তর্গত নুনটিয়া মোড়ে একটি মুসলিম যুবককে মারধরের পুরোনো মামলায় বাগনান থানার পুলিশ দুই হিন্দু সংহতির কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তার হওয়া দুই কর্মীর নাম রাজেশ বেরা ও পুস্পেন বেরা। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই ঐদিন সন্ধ্যাবেলায় প্রচুর সংখ্যক সংহতি কর্মী সন্ধ্যাবেলা থেকে থানার সামনে জড়ো হয়। তারা ওই দুইজন সংহতি কর্মীকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য দাবি জানাতে থাকে। পুলিশ অসম্মত হলে ঐদিন রাতে বাগনান-শ্যামপুর রোড অবরোধ করে সংহতি কর্মীরা। এতে রাস্তায় প্রচুর গাড়ি দাঁড়িয়ে পরে এবং যানজটের সৃষ্টি হয়। বাধ্য হয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে এবং অবরোধ তুলে নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানায় সংহতি কর্মীদেরকে। সে সময় পুলিশ জানায় যে রাজনৈতিক চাপে তারা ওই দুজনকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়েছেন। পরের দিন জামিন হয়ে যাবে সে প্রতিশ্রুতিও দেন। তখন সংহতি কর্মীরা অবরোধ তুলে নেন। সেই মতো পরের দিন ১লা ডিসেম্বর, শুক্রবার উলুবেড়িয়া কোর্ট থেকে হিন্দু সংহতির উদ্যোগে ওই দুই কর্মীর জামিন করানো হয়।

দুবরাজপুর ও চন্দ্রপুরে একই রাতে ৬ মন্দিরে চুরি

একই রাতে পাশাপাশি দুই থানা এলাকার ছ'টি মন্দিরে চুরির ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। গত ১৯শে ডিসেম্বর, মঙ্গলবার রাতে দুবরাজপুর থানার গোয়ালিয়াড়া গ্রামের চারটি মন্দিরে চুরি হয়েছে। সেই রাতেই চন্দ্রপুর থানার খয়রাডিহি গ্রামের দু'টি মন্দিরে চুরি হয়েছে। মন্দিরগুলির তালা ভেঙে গয়না, প্রণামীর বাক্স চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে দুষ্কৃতিরা। গত কয়েক মাসে সিউড়ি ও দুবরাজপুর থানা এলাকায় একাধিক মন্দিরে চুরি হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অভিযোগের কিনারা করতে না পারায় পুলিশের উপর ক্ষোভ বাড়ছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে লোকনাথ মন্দিরের তালা ভাঙা দেখেন বাসিন্দারা। খোয়া গিয়েছে প্রণামী বাক্স। এলাকার বাসিন্দা সাধন চক্রবর্তী বলেন, "এই প্রণামী বাক্সের জমানো টাকা দিয়েই বছরে একবার উৎসব করা হয়। সেই প্রণামী বাক্সই খোয়া গেল।"

এই খবর চাউর হতেই দেখা যায় গ্রামেরই দু'টি শ্রীধর মন্দিরেও চুরি হয়েছে। একটি মন্দির থেকে শালগ্রাম শিলা, রুপোর মুকুট, সোনা ও রুপোর তৈরি পৈতে চুরি গিয়েছে বলে মন্দিরের কর্মকর্তা গৌতম দাস ও কাঞ্চন দাস জানান। একটি হনুমান মন্দিরেও চুরি হয়েছে। অন্যদিকে, চন্দ্রপুর থানার খয়রাডিহি গ্রামের ভবতারিণী মন্দিরেও এদিন সকালে বাসিন্দারা দেখেন মায়ের সোনার গয়না চুরি হয়েছে। গ্রামের মঙ্গলচণ্ডীর মন্দিরেও রুপোর চাঁদমালা খোয়া গিয়েছে। এলাকার বাসিন্দা খগেন দাস, বাসুদেব ভক্ত বলেন, এভাবে মন্দিরে চুরি হলে আমরা গয়না রাখব কোথায়। জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ক্রমাগত চুরির ঘটনা বাড়ায় উদ্বিগ্ন বাসিন্দারা।

সিউড়িতে হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষ, গ্রেপ্তার ২ হিন্দু

ঘটনাটি বীরভূম জেলার সিউড়ির ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের। গত ৯ই ডিসেম্বর সকাল সাতটার দিকে নুরাইপাড়া মোড়ে ৫-৭জন হিন্দু যুবক চা খেতে খেতে গল্প করছিলো। তখন রাস্তার সামনে দিয়ে বাঁশঝোড় এলাকার কয়েকজন মুসলিম যুবক সাইকেল নিয়ে যাওয়ার সময় একজন হিন্দুকে ধাক্কা মারে। ধাক্কা কেন মারলো হিন্দুরা জানতে চাইলে মুসলিম যুবকরা বলে যে ঠিক করেছে। তখন হিন্দুরা ওই কয়েকজন মুসলিমকে প্রচুর মারধর করে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই বাঁশঝোড় আর ছাপখান এলাকা থেকে ৫০-৬০ জন মুসলিম এসে নুড়াইপাড়ার হিন্দুদের আক্রমণ করে। কিন্তু পাশের কোঁড়াপাড়া ও মালাপাড়ার হিন্দুরা সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করে এবং মুসলিমদের যোগ্য জবাব দেয়। খবর পেয়ে সিউড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে বিশাল বাহিনী নিয়ে উপস্থিত হয়। পুলিশ গত ১২ই ডিসেম্বর রাতে বাবুলাল চৌধুরী নামের একজন হিন্দুকে গ্রেপ্তার করে। গতকাল ১৩ই ডিসেম্বর রাতে জোজো কোঁড়া নামের আর একজন হিন্দুকে গ্রেপ্তার করে। এখন এলাকার পরিস্থিতি থমথমে এবং এলাকায় পুলিশবাহিনী মোতায়েন রয়েছে।

পাঁচলায় জিহাদের আঁচ ঃ ভাঙা হলো রাধাগোবিন্দের মূর্তি

হাওড়া জেলার অন্তর্গত পাঁচলার লস্করপুরের ২৪ পরতলার নামতলা এলাকায়। এলাকায় প্রায় ৪০০ বছরের পুরোনো রাধাগোবিন্দের মন্দির রয়েছে। এখানে বাৎসরিক উৎসবের সময় প্রচুর লোক সমাগম হয়। গত কয়েকদিন ধরেই মন্দিরে নাম-সংকীর্তন চলছিল। শনিবার ১৬ই ডিসেম্বর রাতে কীর্তন শেষ করে যে যার বাড়ি চলে যায়। পরের দিন রবিবার ১৭ই ডিসেম্বর ভোরে কীর্তনের দল মন্দিরে এসে দেখে যে রাধা গোবিন্দের মূর্তির মধ্যে রাধার মাথা ভাঙা অবস্থায় রয়েছে। মূর্তি ভাঙার খবর চারপাশে ছড়িয়ে পড়লে বিশাল সংখ্যক মানুষ মন্দির চত্বরে এসে জড়ো হন। এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে পাঁচলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায়। তাদের ঘিরে ধরে দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানায় হিন্দু জনতা। পুলিশ ২৪ ঘন্টার মধ্যে দোষীদের গ্রেপ্তার করার আশ্বাস দেয়। তবে পুলিশ দোষীদের আদৌ গ্রেপ্তার করতে পারবে কিনা সন্দেহ রয়েছে। কারণ এর আগে পাঁচলা বাজার লুট হয়েছে, নবী দিবসের মিছিলের অছিলায় হিন্দু বাড়িঘর ভাঙচুর চালানো হয়েছে। আর এবার রাধাগোবিন্দের মূর্তি ভাঙা হলো। আগের ঘটনায় দোষীদের সাজা হয়নি। তাই এবার দুষ্কৃতিরা সাজা পাবেন কিনা এলাকাবাসীদের মনে সন্দেহ রয়েছে বলে তারা জানিয়েছেন।

আমাদের কথা

সংখ্যালঘু তোষণ অসাম্য সৃষ্টি করছে পশ্চিমবঙ্গে

মেদিনীপুরের দাসপুরের আড়খানা গ্রামের বাসিন্দা ২২বছরের সুতপা দাস। গতবছর আগস্ট মাসে বিএ পরীক্ষা দিয়ে কলেজ থেকে ফেরার সময় অ্যাসিড হামলার শিকার হয় সে। প্রেমের ডাকে সাড়া না দেওয়ায় এক যুবক অ্যাসিড ছোঁড়ে। একটু সতর্ক হওয়ার কারণে অ্যাসিড মুখে না পড়লেও গলা থেকে বুকের নীচটা দলা পাকিয়ে গিয়েছে একদম। এমন অবস্থা ঘাড় ঘোরাতে পারেনা সুতপা, মাথা নীচু করতেও পারে না সে। তারপর জীবন পাল্টে গেছে অনেকটাই। পরিবারের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না কোনোকালেই। ফলে অ্যাসিড হামলার শিকার হওয়া মেয়ের চিকিৎসার জন্য বাবা-মায়ের জুতোর তলা ক্ষয়ে গিয়েছে। কিন্তু একটাকাও সরকারী ক্ষতিপূরণ পাননি এখনও। এমনকী দীর্ঘদিন রাজ্যের গর্বের সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল এসএসকেএম-এ ভর্তি থাকলেও চিকিৎসার দীর্ঘসূত্রতা নিয়ে ব্যথিত গ্রামের মেয়ে সুতপা। আগে বার পাঁচেক গলায়-কাঁধে অস্ত্রপোচার হলেও এখনও বড়ো জটিল অস্ত্রপোচার। টিস্যু এক্সপান্ডার বা বেলুন বসিয়ে, শরীরের কোনো অংশের টিস্যু ফুলিয়ে বসাতে হবে পুড়ে যাওয়া অংশে। অ্যাসিড আক্রান্তদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সেই টিস্যু এক্সপান্ডার এখনো পাওয়া যায় নি এসএসকেএম হাসপাতালে। ফলে হাসপাতালের রোনাল্ড রস ভবনের বার্ন ওয়ার্ডে সে প্রায় বন্দি হয়ে আছে। চিকিৎসা কবে হবে তাও জানা নেই তার।

কিন্তু কয়েকবছর আগে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার মনীষা পৈলান অ্যাসিড হামলার শিকার হয়েছিল একই কারণে। কিন্তু তার পিতার নাম ইয়াকুব পৈলান। তাই তার চিকিৎসা নিয়ে তোরজোড় ছিল দেখার মতো। সরকারি-বেসরকারি স্তরে সাহায্যের ঢল নেমেছিল। টিভি চ্যানেলে ও সংবাদপত্রে বড়ো বড়ো করে খবর বেরিয়েছিল। কিন্তু সুতপার ক্ষেত্রে এসবের ছিঁটেফোটাও নেই। মনীষার ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর নিজের উদ্যোগে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা হয় তার এবং বর্তমানে সে সুস্থভাবে জীবনযাপন করছে। কিন্তু সুতপার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। তার চিকিৎসার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম পাওয়া যাচ্ছে না রাজ্যের এক নম্বর হাসপাতালে। অবাক হওয়ার মতো ঘটনা বটে। এমনকী দুইজনের দোষীদের গ্রেপ্তার করার ক্ষেত্রেও বৈষম্য। মনীষা পৈলানকে অ্যাসিড ছোঁড়ার মূল দোষী সেলিম হালদারকে তিন বছর পর ২০১৭তে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বিচার শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু সুতপা দাসকে অ্যাসিড ছোঁড়ার ঘটনায় দোষী সৌরদীপ মন্ডল এবং অসিত বাঙালকে পরের দিনই পুলিশ গ্রেপ্তার করে। বর্তমানে তাদের বিচার চলছে। কিন্তু অ্যাসিড হামলায় দেহের ৪০ শতাংশ পুড়ে গেলেও চিকিৎসার সামগ্রীর অভাব হবে সুতপাদের বেলায়, সরকারি সাহায্য আসবে না, তথাকথিত সমাজসেবীদেরকে পাশে পাওয়ার কথা ভাবাটাও মুর্খামির সামিল। আর পশ্চিম বাঙলার মানুষ জানবে না তাদের কথা, কারণ তাদের নিয়ে খবর করবে না কোনো টিভি চ্যানেল। কারণ সুতপা দাসরা এই রাজ্যের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক।

আসামের একাধিক থানায় হিন্দু সংহতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতির নামে মামলা দায়ের

গত ২রা ডিসেম্বর, শনিবার আসামের শিলচরের হিন্দু সংহতির আসাম শাখার প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। সেই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন হিন্দু সংহতির প্রতিষ্ঠাতা ও ভূতপূর্ব সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ এবং বর্তমান সভাপতি শ্রী দেবতনু ভট্টাচার্য্য। সেই বক্তব্য নাকি যথেষ্ট উস্কানিমূলক। আর সেই বক্তব্যে নাকি নষ্ট হতে পারে আসামের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। এই কথা উল্লেখ করে গুয়াহাটির হাতিগাঁও থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন আসাম প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক দাইয়ান হোসেন। তাছাড়া গত সোমবার সাংবাদিকদের সামনে শিলচর যুব কংগ্রেসের সভাপতি আনসার হোসেন বড় লস্কর বলেন যে তিনি তপন ঘোষ ও দেবতনু ভট্টাচার্য্য-দের বিরুদ্ধে শিলচর সদর থানায় মামলা দায়ের করেন। এছাড়াও তিনি পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন হিন্দু সংহতির নেতাদেরকে পুলিশ কেন গ্রেপ্তার করেনি সে জন্য। এমনকি জন শক্তি সেবা সমিতি নামের একটি মুসলিম সংগঠন গুয়াহাটিতে সংহতির সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য্যের কুশপুতুল পোড়ায়। তবে এ নিয়ে উভয় থানার পুলিশের তরফ থেকে কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

ইংলিশবাজারে জালনোট সমেত গ্রেপ্তার মহম্মদ সরিফুল শেখ

২০ হাজার টাকার জালনোটসহ এক যুবককে মালদহের ইংলিশবাজার থানার পুলিশ গত ১৪ই ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার রাতে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম মহম্মদ সরিফুল শেখ। রতুয়ার ভাদোরের ওই বাসিন্দাকে রাতে মালদহ মেডিক্যাল লাগোয়া এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার কাছ থেকে ১০টি নতুন দু'হাজার টাকার নোট মিলেছে। গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, টাকাগুলি নতুন সিরিজের। আর তা থেকেই গোয়েন্দা মহলের অনুমান ওই যুবক নতুন উন্নতমানের টাকাগুলির স্যাম্পেল কাউকে দেখাতে এনেছিল। কিন্তু পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে। এ দিন মালদহ আদালতে তুলে তাকে পাঁচ দিনের জন্যে নিজেদের হেফাজতে পুলিশ নিয়েছে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জালনোট নিয়ে বিস্তারিত তথ্য পেতে পুলিশ চেষ্টা করছে।

জীবনতলায় হিন্দু সংহতির কর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি মুসলিম দুষ্কৃতিদের

গত ২২শে ডিসেম্বর, জীবনতলা থানার অন্তর্গত গাববুনিয়া গ্রামের বাসিন্দা হিন্দু সংহতির কর্মী শ্যামল নস্কর এবং সুশান্ত অধিকারী গ্রামের একজনের বাড়িতে রামায়ণ গান দেখে ফিরছিল। প্রায় রাত ৯টার সময় তাদের লক্ষ্য করে মুসলিম দুষ্কৃতিরা কয়েক রাউন্ড গুলি চালায়। শ্যামল নস্করের বুকে ও পেটে গুলি লাগে। সুশান্ত অধিকারীর পায়ে গুলি লাগে। প্রথমে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সেখান থেকে তাদের পিজি-তে রেফার করা হয়। বর্তমানে তাদের পিজি হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। দুষ্কৃতিরা হলো রাজু মোল্লা, রাজু মল্লিক, শাজাহান গাজী, আব্দুল রাজ্জাক, মোজাম্মেল শেখ, আনছার গাজী, সাইফুদ্দিন গাজী, এসরালী শেখ এবং রহিম মোল্লা। পুলিশ দুষ্কৃতিদের গ্রেপ্তার না করায় এলাকার মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে বাসন্তী হাইওয়ে অবরোধ করে।

ভারতের জাতীয়তা—হিন্দুত্ব

প্রসূন মৈত্র

সংখ্যালঘুদের মন জয় করার উদ্দেশ্যে আগামী ১১ই জানুয়ারি কলকাতায় বিজেপি আয়োজিত সমাবেশ নিয়ে যারা দুঃখিত হচ্ছেন আমি তাদের দলে নই। অন্যান্য দলের মতো বিজেপিও একটি রাজনৈতিক দল, আর সবারই মত তারও প্রধান লক্ষ্য হল ক্ষমতা দখল করা। এটাই রাজনীতির মূলমন্ত্র। তৃণমূল কংগ্রেসের 'সততা'র মত বিজেপির 'পার্টি উইথ আ ডিফারেন্স' ও নেহাতই একটি ক্যাচলাইন। কেউ যদি স্লোগান দিয়ে পার্টিকে বিচার করে, তার আদর্শ নিয়ে কোন ধারণা তৈরি করে তবে সেটার দায় তার নিজের, সেই পার্টির নয়।

বিজেপি নিজেকে কখনই শুধু হিন্দুদের পার্টি হিসাবে ঘোষণা করেনি, আর সেটা করা কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষেই সম্ভব নয়, তার কারণ ভারতের সংবিধান। নির্বাচন কমিশন থেকে রাজনৈতিক দল হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার পূর্বশর্ত হল নিজেদের সেক্যুলার হিসাবে ঘোষণা করা। সেক্যুলার অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ, মানে সব ধর্মের প্রতি সমান মনোভাব পোষণ করা।

এই সেক্যুলারিজমের ধারণার উৎপত্তি নেহরুর নেতৃত্বে। ভারতে বসবাসকারী হিন্দুদের জাতিগত পরিচয় মুছে দিয়ে তাদের একটি নিছক ধর্মীয় সম্প্রদায়ে পর্যবসিত করার কুচক্রী ছিলেন গান্ধীর ভাবশিষ্য তথা ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, জওহরলাল নেহরু। কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন হিন্দু জাতিসত্তাকে মুছে নতুনভাবে ভারতীয় জাতিসত্তা তৈরির প্রয়াস শুরু হয় এই নেহরুর আমলেই। সেই কাজে তার দোসর হয় বামপন্থীরা।

এই প্রয়াসেরই অঙ্গ হিসাবে ভারতকে এক জাতিসংকর বা মিশ্রজাতি হিসাবে চিহ্নিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। উদ্দেশ্য স্পষ্ট—হিন্দুরা যেন কোনভাবেই নিজেদের ইতিহাস, ঐতিহ্য নিয়ে গর্ববোধ না করতে পারে। বিভিন্ন দেশের ইতিহাস থেকে এটা সুনির্দিষ্টভাবে দেখা যায় যে কোন দেশ বৈদেশিক শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হবার পরে যখনই স্বাধীনতা অর্জন করেছে, তারা প্রথম সুযোগেই সেই বৈদেশিক আক্রমণের চিহ্ন মুছে ফেলতে উদ্যোগী হয়েছে। বালগেরিয়া দ্বারা তুর্কী আক্রমণের বা স্পেনীয়দের দ্বারা মুরিশদের প্রতি আচরণ এই ক্ষেত্রে স্মর্তব্য।

কিন্তু নেহরুর নেতৃত্বে, ভারতের এই ক্ষেত্রে এই নিয়ম অনুসরণ করা হল না, বরং বামপন্থীদের দ্বারা বৈদেশিক আক্রমণকারীদের বর্বরতাকে লুকিয়ে তাদের মহান প্রতিপন্ন করে তাদের সংস্কৃতিকে এদেশের সংস্কৃতি হিসাবে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা শুরু হল সরকারি সহযোগিতায়। স্বামী বিবেকানন্দ, যিনি হিন্দু জাতি ও ধর্মকে সমার্থক বলে মানতেন তার বক্তৃতা থেকে বিক্ষিপ্ত অংশ তুলে প্রমাণ করার চেষ্টা হল যে স্বামীজীও এই 'ভারতীয় জাতিসত্তা'তেই বিশ্বাস করতেন। উদাহরণ স্বরূপ, "হে ভারত, ভুলিও না-নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল---আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই।"—এই রকমের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রচার হতে থাকলো যে স্বামীজীও ভারতীয় জাতির সমর্থক। মজার কথা হল যে এখানে কেবল স্বামীজীর লেখার একটা ক্ষুদ্র অংশই তুলে ধরা হয়েছে, আমারা যদি মূল লেখা দেখি তাহলেই বুঝতে পারব যে স্বামীজীর মূল স্পিরিট কী ছিল। তাই 'বর্তমান ভারত' থেকে মূল লেখাটা এবার দেখা যাক—"হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের —নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না— তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর, সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল---ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিন-রাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

এবার বলুন ভারতীয় নারীদের আদর্শ হিসাবে স্বামীজী যাদের নাম নিয়েছেন তাদের হিন্দু ছাড়া আর কোন্ ধর্মসম্প্রদায় শ্রদ্ধা করে? 'উমানাথ' বা 'শঙ্কর' কাদের উপাস্য? দেশকে মাতৃরূপে সম্মান করার শিক্ষা আর কোন্ ধর্মসম্প্রদায় দেয়? 'গৌরীনাথ' বা 'জগদম্বে'র কাছে কারা উপাসনা করে? এটা স্পষ্ট যে স্বামীজীর কাছে হিন্দু জাতি, হিন্দু ধর্ম ও ভারতীয়তা ছিল সমার্থক। কিন্তু 'সেক্যুলারিজম্'-র প্রভাবে ভারতীয় জাতি তৈরি করতে গিয়ে হিন্দুদের আসল পরিচয় বিসর্জন দেওয়া হল। এর পরিণতিও হল মারাত্মক—১৯৪৭ সালের পর থেকে হিন্দুরা নিজেদের এই কৃত্রিম মিশ্র সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করতে পারল না, ফলে শুরু হলো নৈতিক অবক্ষয়।

মুশকিল হল যে এই ধারণার বিপরীত ধারণা পোষণকারীদেরও স্বামীজী বা ঋষি অরবিন্দ বর্ণিত জাতিসত্তা সম্পর্কে ধারণা স্বচ্ছ নয়। তাই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রধান, শ্রী মোহন ভাগবত, একাধিকবার দাবী করেছেন যে ভারতে বসবাসকারী সবাই হিন্দু। এদের কাছে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড জাতির পরিচায়ক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জাতির ধারণা সম্পূর্ণরূপে মানসিক এবং কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের সাথে যুক্ত নয়, এই কারণেই দুই হাজার বছর ধরে স্বভূমি থেকে বিতাড়িত হওয়া সত্ত্বেও ইহুদিরা নিজেদের জাতিসত্তা হারিয়ে ফেলেনি বা রাজনৈতিক কারণে দুই জার্মানি আলাদা হয়ে গেলেও তাদের পুনরায় সংযুক্তি ঘটেছে।

নেহরু দ্বারা ভারতীয় জাতি তৈরি করার প্রয়াস বা সঙ্ঘ দ্বারা সব ধর্মীয় সম্প্রদায়কেই হিন্দু হিসাবে সার্টিফিকেট দেওয়ার প্রয়াস, কোন ক্ষেত্রেই অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভারতের সংস্কৃতির প্রতি আনুগত্য বা ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাকে হিন্দু হওয়ার পূর্বশর্ত হিসাবে রাখা হয়নি। জাতিসত্তাকে নাগরিক সত্তার সাথে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। আমাদের বোঝানো হয়েছে দেশের নাগরিক মানেই সে জাতির অংশ। হিন্দু জাতিকে (nation) গুলিয়ে দেওয়া হল সম্প্রদায় (community) হিসাবে। ফলে হিন্দুর জাতীয় স্বার্থে (national interest) কোন দাবী তুললে সেটাকে চিহ্নিত করা হতে লাগলো সাম্প্রদায়িক (communal) দাবী হিসাবে। সেক্যুলারিজমের মোড়কে এই দেশের মূল নিবাসী হিন্দুদের বোঝানো হল যে তারা এদেশের খিচুড়ি সংস্কৃতির অন্যতম অংশ। কোরান যেখানে তার অনুগামীদের মুশরিকদের (হিন্দুদের) সাথে মিলেমিশে থাকার বদলে তাদের ধ্বংস করে দার-উল-ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার পরামর্শ দিচ্ছে সেখানে ভারতের সংবিধানে 'সর্বধর্ম সমভাব'-র ললিপপ্ ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। হিন্দুরা যেখানে দেশকে মাতৃরূপে পূজা করে সেখানে ইসলামে আল্লাহ ব্যতীত অন্যকিছুর উপাসনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, তবুও তাদেরকে সমান মর্যাদা দেওয়া হলো। ফলে জাতি আর নাগরিক—এই দুই পরিচয়ের বদলে তৈরি হলো সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু পরিচয়।

তাই বিজেপির মত রাজনৈতিক দল "সংখ্যালঘুদের মন জয় করতে" সমাবেশের আয়োজন করবে এটাতে অবাক হবার কিছু নেই। হিন্দুরা যতদিন নিজেদের পরিচয়, নিরাপত্তা ও বিকাশের জন্যে রাজনীতির মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে ততদিন তারা সেক্যুলারিজম নামক এই বিষবৃক্ষের ফল খেতে বাধ্য হবে। আফটার অল, গণতন্ত্রে সব নাগরিকেরই ভোটের মূল্য সমান।

বছরের শুরুতেই কংগ্রেসের ব্রহ্মাস্ত্র ঃ কোরেগাঁও জাতিদাঙ্গা

তপন ঘোষ

২০১৮-র শুরুটা ভাল হল না। মহারাষ্ট্রে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ হল। সেই ব্রহ্মাস্ত্রের আগুনে পুড়ল পুণে, মুম্বই ও অনেক স্থানে ট্রেন-বাস-গাড়ি। ধ্বংস হল অনেক সম্পত্তি। কয়েকদিন জনজীবন তছনছ হয়ে গেল। হল বিরাট আর্থিক ক্ষতি। কিন্তু তার থেকেও বেশি ক্ষতি হল হিন্দু সমাজের একতা ও মৈত্রীর।

আজ থেকে ২০০ বছর আগে মহারাষ্ট্রের পুণের কাছে কোরেগাঁও নামক স্থানে যুদ্ধ হয়েছিল বৃটিশের সঙ্গে মারাঠা পেশোয়ার বাহিনীর। তারিখটা ছিল ১৮১৮ সালের ১লা জানুয়ারি। তখন দেশে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন চলছিল। কোম্পানি ব্যবসা করতে এসে ভারতের চরম এলোমেলো অবস্থা দেখে ব্যবসার থেকে বেশি রাজত্ব স্থাপন করায় মন দিল। তখন গোটা দেশে কোন রাজনৈতিক বাঁধুনি নেই, সাধারণ মানুষের মধ্যে দেশ সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই, কয়েকশ বছর মুসলিম শাসনের ফলে দেশবাসীর আত্মবিশ্বাস ও স্বাভিমান প্রায় শূন্য, জাতিভেদে গোটা হিন্দু সমাজ ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিভক্ত, নিম্নজাতির প্রতি উচ্চজাতির ঘৃণা, অবজ্ঞা ও শোষণ চূড়ান্ত, ফলে গুণ ও প্রতিভার আদর ও স্বীকৃতি নেই। সব মিলিয়ে ঐক্য, শক্তি ও আত্মবিশ্বাস হারিয়ে জাতি ধুঁকছে। বুদ্ধিমান ইংরাজ তার সুযোগ নিল।

এরকম একটা পরিস্থিতিতে আজ থেকে ২০০ বছর আগে সেই কোরেগাঁও যুদ্ধ। বৃটিশ ও মারাঠার মধ্যে সেই যুদ্ধকে আমাদের দেশীয় শক্তির সঙ্গে বিদেশীর যুদ্ধ বলেই সাধারণভাবে মনে হবে। তাই স্বাভাবিকভাবে আমাদের সমর্থন থাকবে মারাঠা পেশোয়াদের দিকে। ফলে সেই যুদ্ধে পরাজিত মারাঠা পেশোয়াদের প্রতিই আমাদের সহানুভূতি থাকবে। সেই পরাজয় আমাদের পরাজয় বলে আমরা মনে করব।

কিন্তু জগতে সব স্বাভাবিকই সবসময় স্বাভাবিক থাকে না। ইংরাজিতে একটা কথা আছে, Ignorance is bliss। অজ্ঞানতা একপ্রকার আশীর্বাদ। আমরা অনেককিছু জানি না বলে আমাদের কাছে যা স্বাভাবিক তা অন্যদের কাছে স্বাভাবিক নাও হতে পারে। কোরেগাঁও যুদ্ধ সেইরকম একটা ঘটনা।

যুদ্ধ হয়েছিল বৃটিশের সঙ্গে দ্বিতীয় বাজীরাও পেশোয়ার। বৃটিশ বিদেশী, পেশোয়া দেশী। কিন্তু বৃটিশের সেনাবাহিনীতে যদি একটাও ইংরাজ সৈন্য না থাকে, ওই ৮০০ সৈন্যই যদি আমাদেরই ভারতীয়, হিন্দু এবং একটি বিশেষ জাতির হয়, তাহলে দেশী বিদেশী বিবেচনা করা খুব সহজ থাকে কি? অনেক ২ পয়সার দেশপ্রেমিকের কাছে এটা সহজ। বিদেশীর অধীনে যুদ্ধ করছে, সুতরাং তারা তো বিদেশী পক্ষই হয়ে গেল। স্বদেশীর বিপক্ষে হয়ে গেল, তাই তারা দেশের শত্রু।

অতটাই সহজ?

বৃটিশ সেনাবাহিনীতে থাকলেই দেশের শত্রু?

তাহলে জেনারেল থিমাইয়া, জেনাঃ কারিয়াপ্পা, জেনাঃ জে. এন. চৌধুরী, এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখার্জী, জেনাঃ মানেকশ, লে. জেনা. জগজিৎ সিং অরোরা, জেনা. জ্যাকব—এঁরাও সবাই দেশের শত্রু ছিলেন? এঁরা তো সবাই বৃটিশের অধীনে বৃটিশের পক্ষে যুদ্ধ করেছেন। তাহলে?

ফিরে আসি ১৮১৮ সালের যুদ্ধের কথায়। সেদিন ওই বৃটিশ বাহিনীতে ছিল ৮০০ ভারতীয় সৈন্য, যারা জাতিতে মাহার। হিন্দু সমাজে ছিল তারা অস্পৃশ্য। বাবাসাহেব আম্বেদকরও ওই জাতিরই ছিলেন। ছোটবেলা থেকে সারাজীবন তাঁকে অশেষ যন্ত্রণা পেতে হয়েছে এই অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদের জন্য। এই মাহাররাই পেশোয়ার সেনাবাহিনীতে চাকরি চেয়েছিল। কিন্তু তারা অচ্ছুত বলে তাদেরকে নেওয়া হয়নি। নিলে বাকিদের খাওয়া ছোঁয়াতে অসুবিধা হবে। তখন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ওই মাহারদেরকে তাদের ফৌজে নিল। সাহস ও পরাক্রম তাদের ছিলই। তাই আজও ভারতীয় সেনাবাহিনীতে 'মাহার রেজিমেন্ট' আছে, যাদের শ্লোগান (battle cry) হল 'বোলো হিন্দুস্থান কি জয়'।

সেই কোরেগাঁও যুদ্ধে ৮০০ মাহার সৈন্যের বৃটিশাধীন বাহিনী হারিয়ে দিয়েছিল ২৫,০০০ সৈন্যের পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর মারাঠা বাহিনীকে।

যে মারাঠি উচ্চবর্ণ ও মধ্যবর্ণের মানুষরা তাদের অস্পৃশ্য করে রেখেছিল, যে পেশোয়ার মারাঠি সেনাবাহিনীতে তাদের স্থান হয়নি, সেই মারাঠি বর্ণ হিন্দুদেরকে শুধু ভারতীয় বলেই মারাঠি মাহাররা আপন বলে ভাবতে পারেনি। আর যে বৃটিশ ওই মাহারদেরকে তাদের ফৌজে নিয়েছিল, যুদ্ধের সুযোগ ও জীবিকা দুই-ই দিয়েছিল—শুধু বিদেশী বলেই তাদেরকে মাহাররা শত্রু বলে ভাবতে পারেনি। বৃটিশ প্রভুর প্রতি তারা পূর্ণ আনুগত্য দেখিয়েছিল। তা কি শুধু বেতনভুক বলে? নাকি বর্ণ হিন্দুদের চরম অবহেলা এর পিছনে একটা বড় কারণ!

অনেকে বলবেন—সে তো ২০০ বছরের আগের কথা। এখনও সেকথা মনে রেখে কেন সমাজে বিভেদ করা হচ্ছে? না, ২০০ বছরের পুরনো কথা নয়। এখনও তা অনেকটাই বর্তমান। মহারাষ্ট্রের জাতিদাঙ্গা সেকথাই আবার মনে করিয়ে দিল।

একটা তথ্য সবাইকে জানানো দরকার। এখন ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকরের প্রতি প্রায় সকলেই শ্রদ্ধা জানায় ও তাঁর গুণাবলীর প্রশংসা করে। কিন্তু ক'জন জানে যে স্বাধীন ভারতের সংবিধানের এই স্থপতিকার সংবিধান পরিষদে (Constituent Assembly) কিভাবে ও কোথা থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন? অনেকেই জানেন না। তাঁর অগাধ জ্ঞান, বিদ্যাবত্তার স্বীকৃতি সারা ভারতের কোথাও থেকে দেওয়া হয়নি। যে মহারাষ্ট্রে তাঁর জন্ম, যেখানে সাভারকর হিন্দুত্বের ধ্বজা উড়িয়েছেন, যেখানে হেডগেওয়ার হিন্দু একতার শক্ত ভিত তৈরি করেছেন, সেখানেও আম্বেদকর মর্যাদা পাননি। অনেকে বলবেন, আম্বেদকর নিজেই তো হিন্দুধর্ম ছেড়ে দিয়েছিলেন! তাঁরা জানেন না, সংবিধান পরিষদ তৈরি হয়েছিল ১৯৪৬ সালে, আর আম্বেদকর বৌদ্ধ ধর্ম নিয়েছিলেন ১৯৫৬ সালে। তারিখটা ছিল ১৪ই অক্টোবর, তাঁর মৃত্যুর (৬ই ডিসেম্বর) মাত্র ১ মাস ২১ দিন আগে।

আম্বেদকর এই বাংলা থেকে সংবিধান পরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। না, কলকাতা বা ঢাকা থেকে হননি। তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন যশোর ও খুলনা থেকে। বহু ধিকৃত যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল তাঁর সীটটি আম্বেদকরের জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন।

আবার আসি কোরেগাঁও যুদ্ধ ও মাহারদের কথায়। এই মাহার সেনারা কিন্তু ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় বৃটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। সেই কারণে তারপর বৃটিশ বাহিনীতে মাহারদের ভর্তি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তারপর আম্বেদকর ও গোপালকৃষ্ণ গোখলের আবেদনে প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময় ১৯১৭ সাল থেকে আবার মাহারদের বৃটিশ বাহিনীতে নেওয়া শুরু হয়।

এবছর ১লা জানুয়ারি মহারাষ্ট্রের কোরেগাঁওতে আশপাশের মাহাররা ওই যুদ্ধজয়ের ২০০ বছর পূর্তিতে কিছু অনুষ্ঠান করে। তাদের দৃষ্টিতে এটা উচ্চ বংশজাত পেশোয়ার মারাঠা সেনা বাহিনীর বিরুদ্ধে মাহার সৈন্যদের বিপুল জয়। কিন্তু অনেকে এটা মেনে নিতে পারেনি। তাদের যুক্তি, ভারতীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে বিদেশী বৃটিশের জয়কে গৌরবান্বিত হচ্ছে। সুতরাং স্পষ্টই দুপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি দুরকম। কোন পক্ষ ঠিক, কোন পক্ষ ভুল, সেটা বিচার করার আগে এটা তো মানতে হবে যে দুটো পক্ষ আছে। কেন দুটো পক্ষ এতদিনেও এক পক্ষ হয়ে যায়নি? এরজন্য সব দোষই কি ওই মাহারদের, দলিতদের? অন্যপক্ষ একেবারে নির্দোষ? এইবার আসা যাক একপক্ষের (অর্থাৎ বর্ণহিন্দুর) দেশপ্রেমের কথায়। আজকের এই দলিতবিরোধী মনোভাব শুধুই কি তাদের দেশপ্রেমের জন্য? নাকি তার ভিতরে ৮০০ দলিত সৈন্যর কাছে ২৫,০০০ বীর মারাঠার যুদ্ধে হেরে যাওয়ার লজ্জা আর অপমানটাও লুকিয়ে আছে?

সবকিছু বুঝিয়ে বলার ক্ষমতা আমার কম। মোটের উপর দুটি পক্ষ, আমরা-ওরা—এই ভেদ এই গ্যাপ আছে। এবং আমাদের জাতিভেদ বা জাতিপ্রথা বা বর্ণব্যবস্থার কারণেই এই ভেদ বা গ্যাপ। একে অস্বীকার করলে বাস্তবকে এড়িয়ে যাওয়া হবে।

এখনও এই ভেদ বা গ্যাপ আছে তা আমরা পুরোপুরি স্বীকার করছি না বলেই একে সমাপ্ত করারও আন্তরিক প্রচেষ্টা হচ্ছে না। তার ফলেই দেশবিরোধীরা, হিন্দু বিরোধীরা, দেশের শত্রুরা সুযোগ পাচ্ছে ভয়ঙ্কর খেলা খেলতে। এটাকেই আমি লেখার শুরুতে ব্রহ্মাস্ত্র বলেছি। দুর্নীতিতে আপাদমস্তক ভরপুর ও জরাগ্রস্থ কংগ্রেস যখন মোদীর জনপ্রিয়তা ও অমিত শাহের রণকৌশলের কাছে কিছুতেই পেরে উঠছে না, প্রায় গোটা দেশ তার হাতছাড়া হয়ে গেছে, তখনই তারা এই ব্রহ্মাস্ত্র ছেড়েছে। তাদের সহযোগীর অভাব তো এদেশে নেই। কম্যুনিষ্ট আছে, নকশাল আছে, জেহাদী আছে, বুদ্ধিজীবি আছে, এরা সবাই দেশের শত্রু। দেশকে ভাঙতে এরা সবাই বিপুল উৎসাহে হাত বাড়িয়ে দেবে। তাই দিয়েছে। তাই বছর শুরুতেই মহারাষ্ট্রে আগুন জ্বলল। স্বাভাবিকভাবে জ্বলেনি। আগুন জ্বালতে তেল চাই, পলতে চাই—আর স্ফুলিঙ্গ চাই। তেলের জোগানদার আমরা। সমাজের মধ্যে ভেদাভেদটাই হল তেল বা জ্বালানি। পলতে আর স্ফুলিঙ্গ বাব দেশলাই কাঠির ব্যবস্থাটা কংগ্রেস ও তার দোসররা করেছে। কংগ্রেসের সব থেকে বড় দোসর মিডিয়া।

অনুষ্ঠানের সময় বা তার পরে একজন যুবক নিহত হলেন। তার পরিচয় ভাল করে যাচাই না করেই সোশ্যাল মিডিয়াতে ছড়িয়ে দেওয়া হল যে ওই অনুষ্ঠান করার শাস্তি হিসাবে এই দলিত যুবকটিকে হত্যা করেছে উচ্চবর্ণের লোকেরা। শুরু হয়ে গেল প্রতিক্রিয়া। কিন্তু এই প্রতিক্রিয়াও স্বাভাবিক ছিল তা মনে করার কোন কারণ নেই। নেহেরু-গান্ধী পরিবারের কাছে আছে বিপুল টাকা। এই টাকার ক্ষমতা অনেক। সুতরাং এই টাকা দিয়ে কয়েক স্থানে দাঙ্গা শুরু করে দেওয়া খুবই সহজ। তারপর বাকিটা নিজের গতিতে চলবে।

কেন্দ্রে এবং একের পর এক রাজ্যে হেরে কংগ্রেস এখন মরিয়া হয়ে উঠেছে। জল ছাড়া যেমন মাছ বাঁচে না, তেমনি ক্ষমতা ছাড়া কংগ্রেসও বেশিদিন বাঁচতে পারবে না। তাই ক্ষমতা পাওয়ার জন্য তারা সবরকমের খেলা খেলবে। সেই সব খেলাই হবে ভাঙ্গার খেলা। দেশ ও সমাজকে ভাঙ্গার খেলা। এই খেলাকে বন্ধ করতে হলে শুধু ঢাল তরোয়াল দিয়ে হবে না। চিৎকার করে জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিয়েও হবে না, অস্ত্র মিছিল করেও হবে না। এরজন্য চাই নীরব সাধনা, ঐক্যের সাধনা, ত্যাগের সাধনা, পূর্বের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার মানসিকতা ও উদারতা। আর সত্যিকারের দেশভক্তি, জাতিপ্রেম নয়।

কোলাঘাটে দুঃস্থদের কম্বল বিতরণ করলো হিন্দু সংহতি

গত ২৪শে ডিম্বের, রবিবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট এলাকার বড়িশা গ্রামে স্থানীয় হিন্দু সংহতির কর্মীদের আয়োজনে দুঃস্থ সহায়- সম্বলহীন প্রায় ২০০ মহিলাদের হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হয়। হিন্দু সংহতির এই মহতী উদ্যোগে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল কলকাতার ''সালাসার ভক্তবৃন্দ''। এছাড়াও ঐদিন হিন্দু সংহতির কর্মীরা বড়িশা মোড়ে একটি শ্রী হনুমান মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হিন্দু সংহতির সহ সভাপতি শ্রী দেবদত্ত মাজি মহাশয়, সম্পাদক শ্রী সুন্দর গোপাল দাস এবং সহ সম্পাদক শ্রী সৌরভ শাসমল। এছাড়া সালাসার ভক্তবৃন্দের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন শ্রী বীরেন্দ্র মোদী মহাশয় এবং শ্রী সুশীল যজোতিয়া মহাশয়।

রায়দীঘিতে দুষ্কৃতিদের তাণ্ডব

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার রায়দীঘি বাজারে গত ৯ ডিসেম্বর জেহাদি আক্রমণের শিকার হল সাধারণ মানুষ। এলাকার মুসলমানদের দাবি, স্থানীয় একটি মিষ্টির দোকানের মালিক মসজিদে যাওয়ার রাস্তা কিছুটা দখল করে রেখেছে। এ নিয়ে মামলাও চলছে দু'পক্ষের মধ্যে। ঘটনার দিন সকালে বিনা প্ররোচনায় মুসলমানরা দল বেঁধে এসে মিস্টির দোকানে হামলা চালায়। অন্যান্য দোকানিরা প্রতিবাদ করলে তাদের দোকানেও ভাঙচুর করে তারা। তাদের ছোঁড়া ইঁটের আঘাতে বিল্প হালদার নামক এক ব্যক্তি গুরুতর জখম হয়। পরে তিনি মারা যান বলে জানা গেছে। সাড়ে দশটা নাগাদ পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এবং উভয়পক্ষকে আলোচনার জন্য রাতে থানায় আসতে বলে। দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নেওয়ায় ক্ষুব্ধ দোকানীরা পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। এর ফলে পুলিশ চারজনকে গ্রেফতার করে। ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

বাঁকুড়ায় ২টি মন্দিরে চুরি

গত ১৩ই ডিসেম্বর রাতে বাঁকুড়া শহরের লোকপুর এলাকায় দু'টি মন্দিরে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। লোকপুর মহাশ্মশানের কালীমন্দির এবং ভগতপাড়ার বজরংবলীর মন্দিরে দুষ্কৃতিরা হানা দিয়ে সোনার গয়নাসহ পুজোর উপকরণ নিয়ে চম্পট দেয় তারা। স্থানীয় বাসিন্দা মধুসূদন গড়াই বলেন, দু'টি মন্দিরেরই গ্রিল ভেঙে চুরি হয়। এদিন সকালে বিষয়টি লক্ষ্য করে স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে সদর থানার পুলিশ এলাকায় পৌঁছায়। বাঁকুড়া সদর থানার আইসি রাজর্ষি দত্ত বলেন, ঘটনার তদন্ত চলছে।

মোহম্মদ আলী পার্কের পিছনে নাবালিকার শ্লীলতাহানি, গ্রেপ্তার ৩ সংখ্যালঘু

রাতের শহরে নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে ৩ জনকে গ্রেপ্তার করল জোড়াসাঁকো থানার পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে রয়েছে এক নাবালকও। গত ১৯শে ডিসেম্বর, মঙ্গলবার রাতে শিয়ালদহ চত্বরে ওই কিশোরীকে একা ঘুরতে দেখে থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়ার নাম করে ঠেলাগাড়িতে তুলে মহম্মদ আলি পার্কের বিছনে এনে ওই তিনজন শ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ। কোনও রকমে সেখান থেকে পালায় কিশোরী। তার পিছু নেয় এক অভিযুক্তও। অত রাতে কিশোরীকে দৌড়তে দেখে উদ্ধার করেন টহলদারিতে থাকা বউবাজার থানার দুই পুলিশকর্মী। পরে গ্রেপ্তার করা হয় অভিযুক্তদের। পুলিশ সূত্রের খবর, দক্ষিণ ২৪ পরগণার চম্পাহাটির ওই কিশোরী পরিবারের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় বাড়ি ছেড়েছিল বলে জানিয়েছে। মঙ্গলবার রাত আড়াইটে নাগাদ স্টেশন চত্বরে তাকে ঘুরতে দেখে আলাপ জমায় নাবালক অভিযুক্ত। থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়ার কথা বলে মুটেদের ঠেলাগাড়িতে তোলে কিশোরীকে। ওই অভিযুক্তের সঙ্গে ছিল বদরে আলম ও মহম্মদ আনসার নামে দুই তরুণ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতেরা সবাই বিহারের দ্বারভাঙার বাসিন্দা। ফিয়ার্স লেনে থেকে মুটের কাজ করে। অভিযোগ, রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ মহম্মদ আলি পার্কের পিছনে নির্জন গলিতে নিয়ে এসে ওই কিশোরীর সঙ্গে অভব্য আচরণ শুরু করে অভিযুক্তরা। কোনও রকমে তাদের নাগাল ছাড়িয়ে চিৎকার করতে করতে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের দিকে দৌড় লাগায় কিশোরী। সেইসময় মোটরবাইকে টহল দিচ্ছিলেন বউবাজার থানার এএসআই দেবব্রত হোতা ও কনস্টেবল উৎপল সেনগুপ্ত। মধ্যরাতে ওই কিশোরীকে দৌড়তে দেখে সন্দেহ হয় দুই পুলিশকর্মীর। পুলিশ জানতে পারে, কিশোরীকে তুলে এনে যৌন নির্যাতন করেছে তিনজন। তার বয়ানের ভিত্তিতে যে জায়গায় শ্লীলতাহানি করা হয়েছে, সেখানে হানা দিয়ে অভিযুক্তদের পাকড়াও করে পুলিশ। ঘটনাস্থল জোড়াসাঁকো থানা এলাকায় হওয়ায় পৌঁছোয় ওই থানার পুলিশও। দুই থানার সমন্বয়ে মেডিক্যাল পরীক্ষা করানো হয় কিশোরীর। ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৪, ৩৫৪এ, ১১৪ ধারা এবং পসকো আইনে মামলা রুজু করে পুলিশ। দুই অভিযুক্তকে ২০শে ডিসেম্বর, ব্যাঙ্কশাল আদালতে হাজির করা হলে পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। হোমে পাঠানো হয়েছে নাবালক অভিযুক্তকে।

অশোকনগরে গণধর্ষণের শিকার নাবালিকা, গ্রেপ্তার ২ সংখ্যালঘু

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার অশোকনগর থানার অন্তর্গত পাবধারা গ্রাম। ২৩শে ডিসেম্বর বছর সতেরোর ওই হিন্দু নাবালিকা মামার বাড়ি অশোকনগরে আসে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আগে থেকেই এলাকার দুই যুবক সুরজ মণ্ডল এবং আলামিন মন্ডলের সঙ্গে নাবালিকার বন্ধুত্ব ছিল। দুজনের সঙ্গে ফোনে প্রায়ই ওই নাবালিকার কথা হতো। মামারবাড়িতে থাকার সময় সুরজ তাকে ফোন করে ঘুরতে যাবার জন্য ডাকে। আর সেখানেই সুরজের দুই বন্ধু মন্টু মন্ডল এবং আলামিন মন্ডল তাকে ঝোপের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঐদিন রাতেই নাবালিকার মামারা অশোকনগর থানায় অভিযুক্ত তিনজন সুরজ মন্ডল, মন্টু মন্ডল এবং আলামিন মন্ডলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে। ২৪শে ডিসেম্বর পুলিশ মাটিয়াগাছা এলাকা থেকে দুই অভিযুক্ত আলামিন ও মন্টুকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের বারাসাত আদালতে তোলা হলে বিচারক ধৃতদের সাতদিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন।

জিশাকে ধর্ষণ ও খুনে দোষী আমিরুলের ফাঁসির সাজা

কেরলের কলেজ ছাত্রী জিশাকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় দোষীকে মৃত্যুদন্ডের সাজা দিলো এরনাকুলামের দায়রা আদালত। এই মামলায় মঙ্গলবারই অলমের বাসিন্দা আমিরুল ইসলাম দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল। কেরলে শ্রমিকের কাজ করতো ২৩ বছরের আমিরুল। ৩৭৬ (ধর্ষণ), ৩০২ (খুন), ৪৪৯ (জোর করে ঘরে ঢোকা) এবং ৩৪২ (আটকে রাখা) ধারায় আমিরুলকে দোষী সাব্যস্ত করে দায়রা আদালত। এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন জিশার বোন দীপা। তাঁর কথায়, ‘‘জিশাকে ফিরে পাব না। তবে আদালতের রায়ে আমরা খুশি। অনেকে আমাদের সাহায্য করেছে, সকলকে ধন্যবাদ।’’ ২০১৬ সালের ২৮ এপ্রিল কুরুপ্পামপাডিতে নিজের বাড়িতেই জিশার দেহ মেলে। তাঁর শরীরে একাধিক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন ছিল। ৩০ বছরের জিশা এরনাকুলামের আইন কলেজের ছাত্রী ছিলেন। এই ঘটনায় গোটা দেশে আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল। ৪৯ দিন পর গ্রেপ্তার করা হয়েছিল আমিরুলকে।

ছাত্রীকে যৌন নির্যাতন ঃ গ্রেপ্তার দুই শিক্ষক

স্কুলের শৌচাগারে চার বছরের এক ছাত্রীকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে শুক্রবার দিনভর উত্তাল থাকল রানিকুঠির জি ডি বিড়লা সেন্টার ফর এডুকেশন। এ কারণে দক্ষিণ শহরতলির ওই নামী বেসরকারি স্কুল কর্তৃপক্ষের গাফিলতিকেই দায়ী করেছেন অভিভাবকরা। তাঁরা এ নিয়ে সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখালেন স্কুলে। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে বহু শিক্ষাকর্মী এবং শিক্ষিকা পাশ কাটিয়ে পালানোর চেষ্টা করলে তাঁরা রোষের মুখে পড়েন। স্কুলের ভিতরে ও বাইরে ধস্তাধস্তিও হয়। এদিন, স্কুলের প্রিন্সিপাল সহ জনা ১০-১৫ শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অশিক্ষক কর্মীকে স্কুলেই গভীর রাত অবধি আটকে রাখেন অভিভাবকরা। পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে ১৮ ঘন্টা পরে ঘেরাও মুক্ত হন স্কুলের প্রিন্সিপাল ও অন্যান্য শিক্ষিকারা। এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত স্কুলেরই দু’জন শারীরশিক্ষার শিক্ষক অভিষেক রায় এবং মহম্মদ মফুজউদ্দিনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে পসকো আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। পুলিশ তদন্ত চালাচ্ছে।

ফেসবুক পোস্ট নিয়ে বিতর্ক

ফেসবুক পোস্ট নিয়ে বিতর্কের জেরে খড়দহ হিন্দু সংহতি কর্মী বিশাল জয়সোয়ালকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করলো ব্যারাকপুর কমিশনারেট পুলিশ।

নবী দিবসের দিন বিশাল নিজের ফেসবুকে একটি পোস্ট দেয়। সেই পোস্টের ভিত্তিতে অঞ্চলের মুসলিমরা খড়দহ থানায় ইসলাম অবমাননা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করে। এমনকি শতাধিক মুসলিম বিশালের বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায়। যদিও সেই সময়ে বাড়ির মহিলারা ছাড়া কোন পুরুষ ছিল না। এরপর থানা থেকে বিশালকে পোস্টটি মুছে ফেলতে বলা হয়। কিন্তু বিশাল জানায় সে এমন কিছু পোস্ট করেনি যাতে কোন ধর্মে আঘাত লাগতে পারে। তাই সে টাইমলাইন থেকে পোস্টটি মুছবে না। এমনকি থানাও তার পোস্টটি দেখেছে। এরপর অন্যায়ভাবে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত সংহতি কর্মী দেব চ্যাটার্জী ও ঋদ্ধিমানের চেষ্টায় তিনদিন পর বিশাল জামিন পায়।

ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার কায়েম আনসারী

গত ১৩ই ডিসেম্বর, পুরুলিয়ার আড়ষা ব্লকের কুমারডিহা গ্রামে পুকুরঘাট থেকে স্নান করার সময় গ্রামের এক মহিলাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করলো গ্রামেরই প্রতিবেশী এক মুসলিম যুবক। অভিযুক্ত কায়েম আনসারীকে পুলিশ গত ১৫ই ডিসেম্বর গ্রেপ্তার করে। আক্রান্ত মহিলা পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ওই মহিলা জানান, ‘‘পুকুরে স্নান করার সময় কায়েম আনসারী তুলে নিয়ে গিয়ে আমাকে ঝোপের ধারে ধর্ষণ করে। এমনকি কাউকে বললে ছুরি দেখিয়ে মারার হুমকি দেয়। ধর্ষণে বাধা দিতে গেলে আমার মুখে আঘাত করে।’’ ওই মহিলা অভিযুক্তের কঠোর শাস্তি দাবি করেছেন।

বোলপুরে ধর্ষিতার মৃত্যু

বাড়িতে রাজমিস্ত্রির কাজ করতে এসে নগ্ন ছবি তুলে ব্ল্যাকমেল ও ধর্ষণের শিকার হওয়া ছাত্রীর মৃত্যু হলো কলকাতার হাসপাতালে। কিছুদিন আগে সে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। বাড়ির লোক তাকে বীরভূম জেলা হাসপাতালে ভর্তি করলেও সেখানে তার ন্যূনতম চিকিৎসা হয়নি। প্রতিবেশীরা চাঁদা তুলে তাকে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানেই গত ১৮ই নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। পুলিশ অপরাধী হাফিজুল শেখকে গ্রেপ্তার করেছে। বীরভূমের ওই কলেজ ছাত্রীর পরিবারকে সরকারের তরফ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনো সাহায্যের ঘোষণা করা হয়নি। কারণ আমাদের ভুলে গেলে চলবে না এই সরকার বিষমদ খেয়ে মারা যাওয়া মুসলিমদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে অর্থ সাহায্য করেছিল। কিন্তু বীরভূমের এই মৃতার পরিবার সাহায্য না পাওয়ায় বর্তমান সরকারের মুসলিম তোষণ আরও একবার প্রমাণিত হলো।

মাইকে জয় শ্রীরাম গান বাজানো নিয়ে হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষ মেদিনীপুর শহরে

গত ২৮শে ডিসেম্বর, প্রায় রাত ৮টা নাগাদ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সদর মেদিনীপুর শহরে কোতওয়ালি থানার অন্তর্গত সিপাই বাজারে হিন্দু মুসলিম সংঘর্ষ ঘটে। সূত্র থেকেপ্রাপ্ত খবর অনুসারে ঘটনার সূত্রপাত হয় গতকাল, যখন খাপ্রেল বাজারের ছেলেরা পিকনিক করে ‘জয় শ্রীরাম’ গান বাজিয়ে ফিরছিল। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে সিপাই বাজারের মুসলমানরা জয় শ্রীরাম গান বাজানো নিয়ে আপত্তি জানায় এবং হালকা ঝামেলা হয়। ততক্ষণে পুলিশ এসে যাওয়ায় ঝামেলা বেশিদূর গড়ায়নি। অভিযোগ পাওয়া গেছে যে ঐদিন সিপাই বাজারের পাশে মুচিপাড়ার ছেলেরা পিকনিক করে ফিরছিল গান বাজিয়ে। সিপাই বাজারে স্থানীয় মুসলিম ছেলেরাও বিপরীত দিক থেকে পিকনিক করে ফিরছিল। মুখোমুখি হতেই ঝামেলা লাগে উভয়পক্ষের। গাড়ি দাঁড় করিয়ে গাড়ি ভাঙচুর করে, বক্স ভাঙচুর করে এবং অনেক হিন্দু ছেলে আহত হয় বলে খবর পাওয়া গেছে। মুসলিমরা আগে থেকে লাঠি তরোয়াল জমা করে রেখেছিল বলে অভিমত প্রত্যক্ষদর্শীদের। সংঘর্ষে আহত হয় স্থানীয় রাজ রাউত, রবি সিং, অমরজিৎ দাস-সহ আরো দুই তিনজন।

কোচবিহারের দিনহাটায় পাচারের ১৬টি গরু আটক, গ্রেপ্তার তিন পাচারকারী

গত ১৭ই ডিসেম্বর, রবিবার সন্ধ্যায় দু’টি পৃথক দুর্ঘটনায় দিনহাটা মহকুমার সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ ১৬টি গরু আটক করে। এই ঘটনায় তিনজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের সোমবার দিনহাটা মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের দু’দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন।

রবিবার সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ গোপনসূত্রে খবর পেয়ে দিনহাটা-২ ব্লকের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে অভিযান চালায়। নান্দিনা এলাকায় ভুটভুটিতে গরু নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশ সেটি আটক করে এবং সেখানে থাকা সাতটি গরু উদ্ধার করে। গরু পরিবহনের বৈধ কাগজপত্র না থাকায় ভুটভুটি চালককে গ্রেপ্তার করে।

অন্যদিকে, বুড়িরহাটে একটি পিকআপ ভ্যান আটক করে সেখানে থাকা ন’টি গরু পুলিশ উদ্ধার করে। ওই গাড়ির চালক ও খালাসিকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের হেফাজতে নিয়ে পুলিশ জানার চেষ্টা করছে গরুগুলি কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

পুলিশকে লক্ষ্য করে বোমা

মুর্শিদাবাদে পুলিশের কপালে দুর্ভোগ বেড়েই চলেছে। ফারাক্কা-নওদার পর বরঞ্জায় আক্রান্ত পুলিশ। গত ৪ঠা ডিসেম্বর, সোমবার পথ দুর্ঘটনায় আলিমুদ্দিন শেখ নামের স্থানীয় এক বাসিন্দার মৃত্যুর জেরে বরঞ্জা থানার বৈদ্যনাথপুর এলাকা রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। অন্তত ২০টি গাড়ি ভাঙচুর এবং এক সাংবাদিককে মারধর করে স্থানীয় মুসলিম জনতা। পুলিশ অবরোধ তুলতে গেলে পুলিশকে লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়া হয়। এতে তিন পুলিশ কর্মী আহত হন। এদের মধ্যে খরু মুর্মু নামের এক কনস্টেবলের আঘাত গুরুতর বলে পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। তার চোখে বোমার স্প্লিন্টার ঢুকে গেছে। এমনকী একটি টিভি চ্যানেলের সাংবাদিক অভিজিৎ ঘোষ মুসলিম জনতার হাতে বেধড়ক মার খান। এলাকায় বিশাল পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। পুলিশ এই পর্যন্ত বোমা ছোঁড়ার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করতে পেরেছে। এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপার মুকেশ কুমার কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

হিন্দু জাতির দিশারী

স্বামী বিবেকানন্দ-র

১৫৫তম জন্মদিনে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম।

হিন্দু সংহতি

মাংস দোকানের মুসলিম কর্মী হিন্দু মালিকের গলায় কাটারীর কোপ বসালো

মাত্র ৫০০ টাকা নিয়ে বিবাদের জেরে মালিকের গলায় কোপ বসাল কর্মী। গত ১৯শে ডিসেম্বর, মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে কলকাতার জোঁড়াসাকো এলাকার বলাই দত্ত লেনে। জানা গিয়েছে যে রাজা দাস নামের সেখানকার এক মাংস ব্যবসায়ীর দোকানে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করতো কর্মী নৌসাদ। রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ মাংস কাটার চপার নিয়ে আচমকাই মালিকের গলায় কোপ বসায় সে। রাজার আঘাত গুরুতর নয় বলেই পুলিশ জানিয়েছে। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর রাতেই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, বকেয়া ৫০০ টাকা নিয়ে মালিকের সঙ্গে বিবাদ চলছিল নৌসাদের। সেই বিবাদের জেরেই এই হামলা। এদিকে খুনের চেষ্টার অভিযোগে নৌসাদকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

IISWBM-এ অনুষ্ঠিত হলো মহম্মদের জীবনী নিয়ে সেমিনার

গত ১৬ই ডিসেম্বর, শনিবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের বিশ্ববিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হলো মহম্মদের জীবনী নিয়ে আলোচনা। এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি আল্যামনি অ্যাসোশিয়েসন। এই অনুষ্ঠান ঘিরেই শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরা চমকে উঠেছেন। কারণ, ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলাম নিয়ে আলোচনায় কোনো বামপন্থী ছাত্র সংগঠন প্রতিবাদ করেননি, উল্টে দল বেঁধে যোগ দিয়েছে। এমনকি এই অনুষ্ঠানের জন্যে এই প্রতিষ্ঠানের গেটে বড়ো করে ব্যানার লাগানো হয়েছিল। তবে এই অনুষ্ঠানের অনুমোদন দিলেও, ভবিষ্যতে হিন্দুদের কোনো ধর্মীয় আলোচনা করার অনুমতি প্রতিষ্ঠানের কতৃপক্ষ দেয় কিনা, সেটাই দেখার।

জাল পাসপোর্ট তৈরির ঘটনায় পানিহাটিতে গ্রেপ্তার দুই

জাল পাসপোর্ট, আধার কার্ডসহ বিভিন্ন সরকারি পরিচয়পত্র তৈরির অপরাধে পানিহাটি থেকে আরও দু'জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। গত সোমবার রাতে বাংলাদেশী সৈয়দ আহমেদ খানকে গ্রেপ্তারের পরই পুলিশ এই জালচক্রের হদিশ পায়। জেরা করে গত ১২ই ডিসেম্বর, মঙ্গলবার রাতে পানিহাটির এঞ্জেলনগরে আহমেদ যে বাড়িতে ভাড়া থাকত, সেই বাড়ির মালিক প্রবীর বিশ্বাস ওরফে ভোলা এবং রাজা রামচাঁদ রোডের দোকানদার বিপ্লব শর্মাকে খড়দহ থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। বিপ্লবের একটি দুধের এবং জেরক্সের দোকান রয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, আধার কার্ড করার সরকারি কাজ পেয়েছিল বিপ্লব। ওই দোকান থেকেই সে আধার কার্ড-এর কাজ করতো। সেখান থেকেই জাল পাসপোর্ট, আধার কার্ড ছাপানো হত বলে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে।

জালনোটসহ গ্রেপ্তার লোটাস শেখ

গত ১৭ই ডিসেম্বর, রবিবার রাতে ২৪ হাজার টাকার জালনোটসহ গ্রেপ্তার করলো মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত বরঞা থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম লোটাস শেখ। তার বাড়ি বরঞা থানার সুন্দরপুর গ্রামে। এদিন রাতে তাকে স্থানীয় বেলগ্রাম মোড় থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতের কাছ থেকে ১২টি দু'হাজার টাকার জালনোট উদ্ধার করা হয়। ধৃতকে সোমবার কান্দি মহকুমা আদালতে তোলা হলে তাকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উত্তর ২৪ পরগণার শ্যামনগরে মতুয়া সম্প্রদায়ের মহাসম্মেলন ও মিলনোৎসব-২০১৭ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন হিন্দু সংহতির প্রাণপুরুষ তপন ঘোষ মহাশয়

এত গরু যায় কোথায় ? প্রশ্ন হাইকোর্টের বিচারপতির

পশ্চিম বাংলা থেকে গরু অসমে রপ্তানির অনুমতি না মেলায় হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল অসমের এক ব্যবসায়ী। মঙ্গলবার সেই মামলা ওঠে বিচারপতি দেবাংশু বিশ্বাসের এজলাসে। গত বছর রাজ্য অনুমতি না দিলেও এ বছর সেই অনুমতি পুনর্নবীকরণের আবেদন করলে তা খারিজ করা হয়। গতকাল ২৮শে নভেম্বর, মঙ্গলবার মামলাটি শুনানির জন্য উঠলে বিচারপতির মন্তব্য, ''এত গরু যদি বাংলা থেকে গিয়ে অসমেই থাকত, তাহলে সেখানে মানুষের থেকে গরুর সংখ্যা বেশি হয়ে যেত। সব গরু তো আর সেখানে থাকে না, সেখান থেকে অন্যত্র চলে যায়।'' মামলাকারীর আইনজীবী অঞ্জন ভট্টাচার্য্যের বক্তব্য, ''এখান থেকে সরকারি ভাবে গরু অসমে পাঠানো হলেও তা বাংলাদেশে চলে যাচ্ছে বলে মনে করছে আদালত। তাই হাইকোর্ট আপাতত কোনও অনুমতি দেয়নি।''

পোস্ত চাষের হদিশ পেতে ড্রোন নিয়ে নজরদারি মুর্শিদাবাদে

পোস্ত চাষের হদিশ পেতে গত দু'দিন ধরেই মুর্শিদাবাদ জুড়ে চলছে ড্রোন অভিযান। রঘুনাথগঞ্জ থানার আইসি সৈকত রায় জানান, পোস্ত চাষ রুখতে নজরদারি আছেই। সিভিক ভল্যান্টিয়ারদেরও সেই কাজে লাগানো হয়েছে। তবু তাতে কোনো ফাঁকফোকর রয়ে গিয়েছে কি না তা দেখতেই পুলিশ ও কলকাতা থেকে আসা রাজ্য নারকোটিক্স বিভাগের অফিসাররা ড্রোন অভিযান চালান। গত শনিবার, ১৬ই ডিসেম্বর, প্রায় আধ ঘন্টা ধরে লালগোলা ও রঘুনাথগঞ্জ সীমান্ত লাগোয়া কুলগাছি, ইছাখালি, ইলিমপুর, চমকপুরের উপর দিয়ে উড়ে ড্রোন নামল মাঠের মধ্যে। তবে কোথাও পোস্তর হদিশ মেলেনি। একসময় এই এলাকা পোস্ত চাষের জন্য পরিচিত ছিল। দুষ্কৃতিরা বিঘের পর বিঘে জুড়ে জমিতে পোস্ত চাষ করতো। সারা দেশে মাদক চালানো হতো এই এলাকা থেকে। আর এর লাভের একটা অংশ খরচ হতো দেশবিরোধী কার্যকলাপে। কিন্তু গত কয়েকবছরে গোয়েন্দাদের তৎপরতা বাড়ায় এখন পোস্ত চাষ কমেছে অনেকটাই।

কলকাতার নারকোটিক্স দপ্তরের ইনটিলিজেন্স ইন্সপেক্টর সুরজিৎ সেন জানান, ''এক সপ্তাহ ধরে সারা রাজ্যেই পোস্ত চাষের চিহ্নিত এলাকাগুলিতে অভিযান চালানো হচ্ছে। কলকাতা থেকে ড্রোন নিয়ে তাঁরা জেলায় জেলায় ঘুরছেন। জেলা পুলিশের সঙ্গে বৈঠক করেই ছক করা হচ্ছে অভিযান। সঙ্গে থাকছে স্থানীয় পুলিশ। এই দলটি ফিরে এসে রিপোর্ট জমা দিলে তবেই বোঝা যাবে রাজ্যে পোস্ত চাষের ছবি কতটা বদলেছে। কোথাও পোস্ত চাষের হদিশ পাওয়া গেলে এরপর তা নষ্ট করতে অভিযান হবে।''

অমরনাথ গুহায় বোম বোম হর্ষধ্বনি চলবে না, ঘোষণা করলো এনজিটি

অমরনাথের তীর্থযাত্রীদের উপর একগুচ্ছ বিধিনিষেধ আরোপ করলো ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল (এনজিটি)। এবার থেকে অমরনাথের গুহায় মন্ত্রপাঠ এবং জয়ধ্বনি দিতে পারবেন না তীর্থযাত্রীরা। অমরনাথের গুহাকে পুরোপুরি 'সাইলেন্স জোন' ঘোষণা করলো আদালত। শুধু তাই নয়, গুহার মধ্যে ঘন্টা বাজানোর উপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে এনজিটি। এছাড়া পুণ্যার্থীরা মোবাইল ফোন ও জিনিসপত্র নিয়েও অমরনাথ মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবেন না। অমরনাথ দর্শনের শেষে চেক পোস্টে সেগুলি জমা রাখতে হবে। পরিবেশ দূষণ এবং অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে দুর্ঘটনা এড়াতেই ট্রাইব্যুনাল এই রায় দিয়েছে। বুধবার এনজিটি-র চেয়ারপার্সন বিচারপতি স্বতন্ত্রর কুমারের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ জানিয়েছে, অমরনাথের গুহায় পুণ্যার্থীদের সমস্তরকমের মোবাইল ফোন ও অন্য কোনো সামগ্রী জমা দিয়ে তবেই প্রবেশ করতে হবে। এজন্য মন্দির কতৃপক্ষকে তীর্থযাত্রীদের জিনিসপত্র রাখার জন্য আলাদা ঘর তৈরি করে দিতে হবে। এনজিটি-র রায় কার্যকর করতে মন্দির কমিটিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও তীর্থযাত্রীদের নিয়ে তিন সপ্তাহের মধ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে। গৌরী মৌলেখি নামের এক সমাজকর্মীর আবেদনের

ভিত্তিতে এই নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এদিকে এই রায়কে তুঘলকি ফতোয়া আখ্যা দিয়েছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ(ভিএইচপি)।

এর আগে জম্মুর বৈষ্ণোদেবী মন্দিরে দিনে কতজন তীর্থযাত্রী যেতে পারবেন, তার সংখ্যা বেঁধে দিয়েছিল ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল। প্রতিদিন ৫০হাজারের বেশি ভক্ত মন্দিরে যেতে পারবেন না বলে জানিয়েছিল এনজিটি। কেউ বৈষ্ণোদেবীর পথে থুতু বা কোনোভাবে নোংরা করলে ২ হাজার টাকার বেশি জরিমানা দিতে হবে। বৈষ্ণোদেবী মন্দিরের কাঠামোগত ভারসাম্য অতিরিক্ত তীর্থযাত্রীর চাপে নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকায় ভক্তসংখ্যা বেঁধে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছিল আদালত। তবে মুসলিমদের বকরি ঈদের দূষণ কেন ন্যাশনাল গ্রীন ট্রাইব্যুনাল দেখতে পায় না, সেটা ভেবে অবাক হয়েছেন অনেক হিন্দু জনসাধারণ।

কলকাতায় গ্রেপ্তার তিন অস্ত্র কারবারি

বিহার থেকে আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রি করতে এসে গোয়েন্দাদের জালে ধরা পড়ল তিনজন। ঘটনাটি আমহার্স্ট স্ট্রিট থানা এলাকার। গত ২৮শে নভেম্বর, মঙ্গলবার লালবাজারের গোয়েন্দারা তাদের আমহার্স্ট স্ট্রিট এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে। অতিরিক্ত কমিশনার (৫) বিশাল গর্গ জানিয়েছেন, ধৃতরা হল মহম্মদ সোনু ওরফে জাফর, পার্বলি যাদব ও মহম্মদ ফৈয়াজ। এদের বাড়ি বিহার শরিফ ও নওয়াদায়। ধৃতদের কাছ থেকে তিনটি ইম্প্রোভাইজড সিঙ্গল শটার ও ১০রাউন্ড গুলি বাজেয়াপ্ত হয়েছে। কলকাতায় কাউকে ওই বেআইনি অস্ত্র বিক্রি করতে এসে আমহার্স্ট স্ট্রিট ও কেশব সেন স্ট্রিটের মোড়ে তারা গোয়েন্দা পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায়। ধৃতদের বুধবার আদালতে তোলা হলে তাদের ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। কাকে তারা ওই অস্ত্র বিক্রি করতে আসছিল, তা তদন্তকারী খতিয়ে দেখছেন।

পাড়ুইয়ে আদিবাসী নাবালিকাকে ধর্ষণ, গ্রেপ্তার মুসলিম যুবক

গত ৯ই ডিসেম্বর, শনিবার বীরভূম জেলার মুসলিম অধ্যুষিত পাড়ুই থানার জেনাইপুর গ্রামে এক আদিবাসী নাবালিকাকে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠল পার্শ্ববর্তী গ্রামের এক যুবকের বিরুদ্ধে। পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। ওই যুবক মুসলিম সম্প্রদায়ের বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে নাবালিকা বাবা, দাদা ও মায়ের জন্য ভাত ও তরকারি রান্না করে মাঠে নিয়ে যাচ্ছিল। অভিযোগ, সেই সময়েই জঙ্গল ঘেরা রাস্তায় একা পেয়ে তাকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে ধৃত যুবক। মেয়ের আসতে দেরি হচ্ছে দেখে নাবালিকার বাবা ও মা খোঁজাখুঁজি শুরু করে। তখনই তাদের নজরে আসে বিষয়টি। অভিযুক্তকে মারধর করে পুলিশের হাতে তুলে দেয় স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশ সুপার নীলকান্তম সুধীর কুমার বলেন, একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তদন্ত চলছে।

রায়গঞ্জে দুটি বিষ্ণুমূর্তি উদ্ধার

উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জের দীপনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে পুকুর খুঁড়তে গিয়ে দু'টি বিষ্ণু মূর্তি উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৯ই ডিসেম্বর, শনিবার রাতে ওই গ্রামে পুকুর খোঁড়ার কাজ চলছিল। সেই সময়ে পর পর দু'টি বিষ্ণু মূর্তি উঠে আসে। তার মধ্যে একটি বিষ্ণুমূর্তি পার্শ্ববর্তী গোমরধা গ্রামের এক বাসিন্দা নিয়ে যান। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে দু'টি মূর্তিই উদ্ধার করে নিয়ে আসে। বর্তমানে মূর্তি দুটি রায়গঞ্জ থানায় রাখা হয়েছে। মূর্তি দু'টির উচ্চতা প্রায় তিন ফুট। এগুলি কালো পাথরের তৈরি। তবে এগুলি ঠিক কোন সময়ের মূর্তি পুলিশ তা সঠিকভাবে বলতে পারে নি। রায়গঞ্জ থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস বলেন, ''দুটি বিষ্ণু মূর্তি উদ্ধার হয়েছে। এগুলি কোন সময়ের মূর্তি আমরা তা জানার চেষ্টা করছি।''

আগ্নেয়াস্ত্রসহ দুই দুষ্কৃতি গ্রেপ্তার

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গত ৭ই ডিসেম্বর, রাতে চন্দননগর থানার কলুপুকুর থেকে আগ্নেয়াস্ত্রসহ দুই দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতেরা হলো মহম্মদ সাহাজাদ ও ফিরোজ শেখ। তাদের কাছ থেকে একটি ওয়ানশটার, কয়েক রাউন্ড গুলি, একটি পাইপগান ও একাটি ভোজালি উদ্ধার হয়েছে। গত শুক্রবার ফিরোজ ও সাহাজাদকে চন্দননগর আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ জানতে পেরেছে দিল্লি রোডে ডাকাতির পরিকল্পনা করেছিল তারা।

দেশ-বিদেশের খবর

মোদী কিছু করতে পারবে না, হুমকি দিয়ে স্ত্রীকে তালাক উত্তরপ্রদেশে

তাৎক্ষণিক তিন তালাক রদে ঐতিহাসিক রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। মহিলাদের অধিকার ফিরিয়ে দিতে তৎপর কেন্দ্রও। খুব শিগগিরি আইন করে এই প্রথা নিষিদ্ধ হবে। সর্বোচ্চ আদালতের রায় অনুসারে, এখনই তিন তালাক দেওয়া দন্ডনীয় অপরাধ। তবে তাতে এই ধরণের ঘটনা কমছে না। ফের তিন তালাকের শিকার হলেন এক মহিলা। ঐতিহাসিক রায় ঘোষণার পরই এক অধ্যাপক তিন তালাক দিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রীকে। মহিলার অভিযোগে শোরগোল পড়ে দেশে। যদিও অভিযুক্ত অধ্যাপকের দাবি ছিল, সবরকম নিয়ন মেনেই তিনি বিচ্ছেদের আবেদন জানিয়েছিলেন। সে ঘটনার রেশ মিটতে না মিটতেই ফের সামনে এল তিন তালাকের ঘটনা। এবার নিগ্রহের শিকার হলেন উত্তরপ্রদেশের বেরিলির এক মহিলা। তাঁর অপরাধ? সংবাদসংস্থা এএনআইকে তিনি জানাচ্ছেন, তিন তালাক রদের উদ্যোগ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তাই তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে এক সভার আয়োজন করা হয়েছিল। তিনি তাতে অংশগ্রহণ করেন। সভা শেষে ফেরার পরই তাঁকে তিন তালাক দেওয়া হয়। তবে ঘটনার জল যে শুধু এই পর্যন্ত গড়িয়েছে তা নয়। স্বামীর বিরুদ্ধে আরও বিস্ফোরক অভিযোগ এনেছেন মহিলা। বধূর দাবি, স্বামী তাঁকে তালাক দেওয়ার জুতসই সুযোগ খুঁজছিলেন। কেননা অপর এক মহিলার সঙ্গে তার সম্পর্ক রয়েছে। এমনকী তাঁর স্বামীর ঔরসে সেই মহিলার এক সন্তানও আছে। এই মহিলা তাঁর স্বামীর বিশেষ আত্মীয় হয় বলেও জানিয়েছেন লাঞ্ছিতা। তাঁর অভিযোগ, এই কারণেই বারবার তাঁকে তালাকের হুমকি দেওয়া হত। শুধু সুযোগের অপেক্ষায় ছিল স্বামী।

কুম্ভমেলা 'ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য', স্বীকৃতি ইউনেস্কোর

কুম্ভমেলা 'ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী মেলা' হিসাবে স্বীকৃতি দিল ইউনেস্কো। দক্ষিণ কোরিয়ার জেরুতে হেরিটেজ সংরক্ষণ সংক্রান্ত ইউনেস্কোর ইন্টারগভর্নমেন্টাল কমিটির দ্বাদশ সম্মেলনে এই ঘোষণা করা হয়েছে। আর এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদ, হরিদ্বার, উজ্জয়িনী এবং নাসিকের কুম্ভমেলা বিশ্বের অন্যান্য এতিহ্যবাহী ধর্মীয় সমাবেশের তালিকায় অর্ন্তভুক্ত হয়ে গেল। এর ফলে আগামীদিনে আর্ন্তজাতিক সহযোগীতা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে কুম্ভমেলার কৌলিন্য আরও বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করা হচ্ছে। ইউনেস্কোর ঘোষণাকে সাধুবাদ জানিয়েছে কেন্দ্র। ঘোষণার পর পরই কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক মন্ত্রী মহেশ শর্মা ট্যুইটারে বলেছেন, গোটা ভারতবাসীর কাছে এ এক গর্বের মুহূর্ত। ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যের সেরা স্বীকৃতি পেল কুম্ভমেলা। জাত-পাত-ধর্ম নির্বিশেষে কুম্ভমেলায় লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর শান্তিপূর্ণ সমাবেশ পৃথিবীশ্রেষ্ঠ।

রাজস্থানের জয়পুরে আট লস্কর জঙ্গির যাবজ্জীবন সাজা

পাকিস্তানি জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তোইবার আট সদস্যকে বুধবার যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিল জয়পুরের একটি আদালত। এই আটজনের মধ্যে তিনজন আবার পাকিস্তানি। লস্করের এই সদস্যের ২০১০ ও ২০১১ সালে গ্রেপ্তার করেছিল মহারাষ্ট্র এটিএস। এদিন এই আট লস্কর জঙ্গিকে যাবজ্জীবনের সাজা শোনাল অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালত। পরে বিশেষ সরকারি আইনজীবী সাংবাদিকদের জানান, বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইনের ধারায় এই আট জঙ্গিকে যাবজ্জীবন সাজা দেওয়া হয়েছে। তার সঙ্গেই তিন লক্ষ টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। এই আটজনের মধ্যে তিন পাক জঙ্গি হলো আসগর আলি, শাক্কার উল্লা ও সাদিক ইকবাল। এরা লস্করের হয়ে লোক নিয়োগের কাজ চালাচ্ছিল। তাদের বাকি পাঁচ সঙ্গীর নাম নিশাচাঁদ আলি, হাফিজ আব্দুল, পবন পুরী, অরুণ জৈন ও কাবিল।

লস্কর-ই-তৈবার সঙ্গে যোগ, কাশ্মীরে গ্রেপ্তার আফাক আহমেদ ভাট

গোপনে নয়, প্রকাশ্যেই জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈবার কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত একজনকে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ। তার নাম আফাক আহমেদ ভাট ওরফে আবু হুরাইরা। শুক্রবার উত্তর কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলার হান্দওয়ারা এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার দু'টি গোপন আস্তানার হদিশও মিলেছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। পুলিশ মুখপাত্র জানিয়েছেন, গোপন সূত্রে পাওয়া নির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে হান্দওয়ারার পন্ডিতপুরার বাসিন্দা আফাক আহমেদ ভাটকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তিনি আরও জানিয়েছেন, জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈবার নেতা আবু মাজকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করার ভার ছিল আফাকের উপরে। পাশাপাশি, ধৃতের দু'টি গোপন আস্তানা থেকে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে বলেও জানিয়েছে পুলিশ।

কলকাতা পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে যাওয়া লস্কর জঙ্গি গ্রেপ্তার লখনউতে

লস্কর চাঁইকে ২০০৭-এ ধরেছিল পুলিশ, ২০১৪-য় বেপাত্তা মুম্বই মেল থেকে প্রায় এক দশক আগে তাকে পাকড়াও করেও মোটে স্বস্তিতে থাকতে পারেননি দুঁদে গোয়েন্দারা। কলকাতা থেকে মহারাষ্ট্র নিয়ে যাওয়ার পথে পুলিশ-গোয়েন্দাদের নজরদারি এড়িয়ে চলন্ত ট্রেন থেকে পালিয়ে গিয়েছিল লস্কর-ই-তৈবার চাঁই শেখ আব্দুল নইম। তাকে ধরতে হন্যে হয়ে ঘুরছিলেন দেশের বিভিন্ন গোয়েন্দা এজেন্সির কর্তারা। শেষমেশ গতকাল ২৮শে নভেম্বর, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উত্তরপ্রদেশের লখনউ থেকে নইমকে গ্রেপ্তার করেন এনআইএ-এর গোয়েন্দারা। পলাতক এই জঙ্গির খোঁজ দিতে পারলে মোটা পুরস্কারের ঘোষণা করা হয়েছিল রাজ্য কারা দপ্তরের তরফে।

পুলিশ সূত্রের খবর, ২০০৭-এ বাংলাদেশ থেকে বনগাঁ সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢোকার সময় রাজ্য পুলিশের হাতে দুই সঙ্গীসহ ধরা পড়ে নইম ওরফে সমীর। তার বিরুদ্ধে জাল নোট পাচার থেকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালানোর বিস্তর অভিযোগ ছিল। ধরা পড়ার পর থেকে দমদম কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে কড়া নজরদারিতে রাখা হয়েছিল তাকে। ইতিমধ্যে মহারাষ্ট্রে জঙ্গিদের কাছে অস্ত্র পাচারের একটি মামলায় নইমকে নিজেদের

শেষাংশ ৭ পাতায়

জেরুজালেমকে স্বীকৃতি ট্রাম্পের

ডোনাল্ড ট্রাম্প দীর্ঘদিনের স্থিতাবস্থা ভেঙে জেরুজালেমকে ইজরায়েলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দিলেন। তেল আভিভ থেকে জেরুজালেমে সরে আসছে মার্কিন দূতাবাসও। যার তীব্র বিরোধিতা হচ্ছে আন্তর্জাতিক মহলে। আশঙ্কা, ট্রাম্পের সিদ্ধান্তে শান্তি প্রক্রিয়া ভেস্তে যেতে পারে। রক্তক্ষয়ের নয়া পর্বের সূচনা হতে পারে এই এলাকায়।

এসবের তোয়াক্কা না করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুধবার বলেন, ''আমার এই ঘোষণার ফলে দীর্ঘদিনের চলে আসা দ্বন্দ্বকে নতুন আলোয় দেখা হবে। আমি মনে করি সময় এসে গেছে জেরুজালেমকে সরকারিভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার। এর আগে বহু প্রেসিডেন্ট এমন নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু আমি করে দেখালাম।'' তবে এতে যে সমস্যা বাড়বে তা মেনে নিয়েই ডনের ঘোষণা, ''এর ফলে হয়তো অসন্তোষ বাড়বে। কিন্তু আমরা শান্তি স্থাপন করতে চাই। সে জন্যই আত্মবিশ্বাসী, যে কোনো ক্ষোভ-বিক্ষোভকে অতিক্রম করে ইজরায়েল-প্যালেস্তাইনকে নয়া দিশা দেখাতে। যে কোনো পরিবর্তনের জন্যই নতুনভাবে ভাবার দরকার আছে।'' ইহুদি, খ্রিষ্টান ও ইসলাম --- তিন ধর্মের মানুষের কাছেই পবিত্র জেরুজালেম রাজনৈতিক বিবাদের কেন্দ্রে। ইজরায়েল এই শহরকে তাদের রাজধানী বলেই মনে করে। অন্য পক্ষ ভবিষ্যতের প্যালেস্তাইন রাষ্ট্রের রাজধানী হিসেবে দেখে পূর্ব জেরুজালেমকে। বছরের পর বছর শান্তি প্রক্রিয়া চললেও আরব-ইজরায়েল সংঘাতের মীমাংসা হয়নি। ১৯৪৮ সালে ইজরায়েল তৈরি হওয়ার পর থেকে কোনও দেশ জেরুজালেমকে তাদের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দেয় নি। আমেরিকার সঙ্গে নিবিড় সখ্য থাকলে ও ইজরায়েলি সরকারের এই দাবিতে সিলমোহর দেয় নি হোয়াইট হাউস। এই স্থিতাবস্থা অগ্রাহ্য করেই ট্রাম্পের ঘোষণা । প্রেসিডেন্টের ঘোষণার আগেই হোয়াইট হাউসের এক শীর্ষকর্তা এই সিদ্ধান্তের কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন, ''এই পদক্ষেপ ঐতিহাসিক সত্যকে স্বীকৃতি দিচ্ছে। প্রাচীন কাল থেকে এই শহর ইহুদিদের রাজধানী। আধুনিক যুগের কথা ধরলে এখানে ইজরায়েলের প্রশাসনিক দপ্তর, আইনসভা, সুপ্রিম কোর্ট।'' যদিও রাতারাতি ইজরায়েলে মার্কিন দূতাবাস গড়ে উঠবে না, বছর দুয়েক সময় অন্তত লাগবে। 'ইতিহাসের স্বীকৃতি' বলে যে সিদ্ধান্তকে হোয়াইট হাউস বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করছে, তার অতীত কী? ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে জর্ডনের হাত থেকে এই এলাকা ছিনিয়ে নেয় ইজরায়েল। ১৯৯৩ সালের শান্তি চুক্তি অনুযায়ী ঠিক হয়, ইজরায়েল ও প্যালেস্তাইন আলোচনার মাধ্যমে জেরুজালেমের ভাগ্য নির্ধারণ করবে। চুক্তি সত্ত্বেও আমেরিকার সমর্থন থাকায় ইজরায়েল ওই এলাকায় ছড়ি ঘোড়ায়। আমেরিকার স্বীকৃতির ফলে মুসলিমদের কাঙ্ক্ষিত পূর্ব জেরুজালেমে ইজরায়েলের কব্জা মজবুত হবে। ফের হিংসার রাজত্ব ফিরে আসার আশঙ্কা। তাই ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস থেকে বিশ্ব নেতৃত্ব ট্রাম্পের এই নীতির সমালোচনা করেছেন। আমেরিকার ঘনিষ্ঠ সৌদি আরব, মিশরও বিরোধীতা করেছে। সৌদি রাজা সলমনের ভাষায়, 'এটি বিপজ্জনক পদক্ষেপ'। এতে 'বিশ্বজুড়ে মুসলিমদের ভাবাবেগে আঘাত লাগবে'। মিশরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফতাহ আল সিসির বক্তব্য, ''পরিস্থিতি জটিল হবে ও পশ্চিম এশিয়ার শান্তি প্রক্রিয়া বানচাল হয়ে যাবে''।

গাজায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ইজরায়েলের, মৃত ২, আহত বহু

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ঘোষণার পর ইজরায়েল এবং প্যালেস্তাইনের মধ্যে উত্তেজনা ক্রমেই চড়ছে। বিক্ষোভ, গুলি থেকে এবার তা ক্ষেপণাস্ত্র হানায় গিয়ে পৌঁছেছে। শনিবার ভোরে গাজায় ইসলামি জঙ্গি গোষ্ঠী হামাসের জেরায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা করে ইজরায়েল, যেখানে ২জন প্যালেস্তিনিয়র নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। প্যালেস্তাইনের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, আহতের সংখ্যা কমপক্ষে ২৫, যার মধ্যে শিশুও রয়েছে। ইজরায়েলের দাবি, হামাস জঙ্গিরা শুক্রবার রাতে তাদের দিকে তিনটি ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়েছে, যদিও কারো হতাহত হওয়ার কোনো খবর নেই। এরই জবাবে তারা ওই হামলা করেছে। এর আগে শুক্রবার বেথলেহেমসহ বেশ কিছু জায়গায় ইজরায়েলি সেনার সঙ্গে সংঘর্ষ হয় বেশ কিছু প্যালেস্তিনিয় বিক্ষোভকারীদের। সেখানে সেনার গুলিতে দুই বিক্ষোভকারীর মৃত্যু হয়েছে।

গুজরাট উপকূল থেকে দুটি নৌকাসহ ১৫ মৎস্যজীবী আটক

গুজরাট উপকূলবর্তী অঞ্চল থেকে ১৫জন পাকিস্থানি মৎস্যজীবীকে আটক করে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী। ভারতীয় জলসীমায় ঢুকে পড়ার অপরাধে ওই ১৫জন মৎস্যজীবীকে গ্রেপ্তার করে উপকূলরক্ষী বাহিনী। মৎস্যজীবীদের কাছ থেকে আল নাজিব এবং আল সিদিক্কি নামের দুইটি মাছ ধরার নৌকাও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

উপকূলরক্ষী বাহিনী থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গত ৩০শে নভেম্বর, বৃহস্পতিবার প্রতিদিনকার মতো টহল দিচ্ছিল উপকূলরক্ষী বাহিনীর একটি জাহাজ। পরে বিশেষ সূত্র থেকে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে গুজরাটের কচ্ছের মিথা বন্দর থেকে মাত্র ৩৫ নটিক্যাল মাইলের মধ্যে ওই দুই পাকিস্তানি নৌকাকে আটক করে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর ওই জাহাজ। পরে ১৫ জন মৎস্যজীবীকে স্থানীয় পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের তরফে দাবি করা হয়েছে গোটা বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। নাশকতা না কোনো পরিকল্পনা নিয়ে তারা ভারতীয় জলসীমায় ঢুকে পড়েছিল কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার অব্যাহত

বাংলাদেশের চাপাইনবাবগঞ্জে বিস্ফোরণে নিজেদের উড়িয়ে দিলো তিন জঙ্গি

পোপ ফ্রান্সিসের সফরের আগে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় নিরাপত্তা সংক্রান্ত তল্লাশি চলছিল। তল্লাশি চলাকালীন ভারতের সীমান্তঘেঁষা চাপাইনবাবগঞ্জের একটি কাঁচা বাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিজেদের উড়িয়ে দিলো তিন জঙ্গি। আগামী ৩০ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর অবধি বাংলাদেশ সফরে থাকবেন পোপ ফ্রান্সিস। তার আগে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বলয়ে বাংলাদেশকে ঢেকে ফেলতে চাইছে প্রশাসন। সীমান্তঘেঁষা এলাকার এই বাড়িতে জঙ্গি থাকার খবর পেয়ে সোমবার রাতেই হাজির হয়েছিল র‍্যাব। র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ান-৫ (র‍্যাব)-এর কম্যান্ডিং অফিসার মেহবুব আলম জানান, জঙ্গিদের আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়েছিল, তখনই তারা গ্রেনেড ছুঁড়তে থাকে। পুলিশও পাল্টা গুলি ছোঁড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘরের মধ্যে তিন-চারটি বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া যায়। আগুন লেগে যায় খড়ের চালের বাড়িটিতে। পুলিশের দাবি, রাজশাহিতে বড়সড় হামলা চালানোর পরিকল্পনা ছিল জঙ্গিদের।

মঙ্গলবার সকালে বাড়িটির ধ্বংসস্তুপ থেকে তিন জঙ্গির দেহ উদ্ধার হয়েছে। মিলেছে দু'টি পিস্তল, তিনটি গ্রেনেড, আটটি ডিটোনেটর ও বোমা তৈরির একাধিক সরঞ্জাম। এর পরেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বাড়িটির মালিকের স্ত্রী নাজমা বেগম, তাঁর বাবা খোরশেদ আলম ও মা মিনারা বেগমকে আটক করেছে র‍্যাব। পুলিশ সূত্রে খবর, দিন পনেরো আগে পরিযায়ী পাখি দেখার নাম করে জঙ্গিরা ঘরটি ভাড়া নিয়েছিল। ওই এলাকা থেকে তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা চালাচ্ছে সিআইডি। স্থানীয়দের দাবি, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মী বলে পরিচয় এই জঙ্গিরা গত কয়েকদিন এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। স্থানীয়দের খবরের ভিত্তিতে তল্লাশি চালান র‍্যাব আধিকারিকরা।

স্বরূপনগর সীমান্তে বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারী গ্রেপ্তার

বেআইনি অনুপ্রবেশের অভিযোগে স্বরূপনগরের বিখারি সীমান্ত থেকে চারজন বাংলাদেশীকে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ। গত ১৩ই ডিসেম্বর, বুধবার রাতে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে একজন মহিলা এবং তিনজন পুরুষ। তারা সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করছিল। পুলিশ প্রথমে তাদের আটক করে পাসপোর্ট ও ভিসা দেখতে চায়। কিন্তু, তাদের কারও কাছেই তা ছিল না। তারপর বেআইনি অনুপ্রবেশের অভিযোগে ওই চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তারা চোরাপথে সীমান্ত টপকে এ দেশে ঢুকেছিল। ধৃতদের বিরুদ্ধে '১৪-ফরেনার্স অ্যাক্টে' মামালা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

পাকিস্তানের কাটাসরাজ মন্দিরে মূর্তি প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিলো পাকিস্তানের সুপ্রিমকোর্ট

পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রভিন্সে বেশ কিছু হিন্দু মন্দিরের কোনো বিগ্রহ নেই। তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে পাঞ্জাব প্রশাসনকে বিঁধল পাক সুপ্রিম কোর্ট। ইসলামে বিগ্রহের উপাসনা নিষিদ্ধ। কিন্তু ইসলামি দেশে হিন্দু মন্দিরে কেন বিগ্রহ থাকবে না? এই প্রশ্নই তুলেছে পাকিস্তানের শীর্ষ আদালত। সংখ্যালঘু হিন্দুদের নিরাপত্তা বিধানে প্রশাসনের গাফিলতিকে দায়ী করেছেন বিচারপতি। প্রধান বিচারপতি মিঞাঁ সাকিব নিসারের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ এদিন প্রশ্ন তোলেন, ''হিন্দুরা যদি মন্দিরে বিগ্রহ না দেখতে পান, তবে পাকিস্তান সম্পর্কে তাঁদের কী ধারণা তৈরি হবে?'' মন্দিরে বিগ্রহ রাখার মতো পরিবেশ নিশ্চিত করতে না পারলে তা আদালতের নির্দেশ অমান্যের সামিল হবে বলেও প্রশাসনকে জানিয়ে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। পাঞ্জাব প্রদেশের কাটাসরাজ মন্দিরে পুকুরের জল শুকিয়ে যাওয়া নিয়ে স্বতঃপ্রণোদিত একটি মামলায় এ দিন এই মন্তব্য করেছেন বিচারপতি। কথিত আছে, শিবের চোখের জল থেকে এই পুকুরের সৃষ্টি। তাই হিন্দুদের কাছে এই পুকুরটি খুবই পবিত্র। সম্প্রতি ওই মন্দিরের খুব কাছে গড়ে উঠেছে একটি সিমেন্টের কারখানা। সেখানে শয়ে শয়ে কুয়ো ও টিউবওয়েল খোঁড়ার ফলে জলস্তর হু হু করে নেমেছে। আর তাতেই প্রায় শুকিয়ে গিয়েছে হিন্দুদের এই পবিত্র পুকুর। সিমেন্ট তৈরির কারখানার ওই কুঁয়ো ও টিউবওয়েল অবিলম্বে বন্ধ করতে চাকওয়াল জেলার কমিশনারকে নির্দেশ দিয়েছে পাক শীর্ষ আদালত।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমন্ডি থানার লোহাগঞ্জে আদিবাসী মহিলাকে ধর্ষণ করে খুন

গত ৫ই ডিসেম্বর, মঙ্গলবার ভোরে বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমন্ডি থানার লোহাগঞ্জে এক আদিবাসী মহিলাকে ধর্ষণ করে খুন করার অভিযোগ উঠেছে। এদিন ওই মহিলার বাড়ির উঠোন থেকে তাঁর ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। এক ব্যক্তিকে আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। কুশমন্ডি থানার আইসি শ্যামল বিশ্বাস বলেন, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। জড়িতদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই মহিলার স্বামী দীর্ঘদিন ধরে বাইরে রয়েছেন। সামান্য কিছু আয় করতে ওই মহিলা বাড়িতে চোলাই বিক্রি করতেন। বাড়িতে অনেকেরই আনাগোনা হত। তবে সোমবার রাতে কী ঘটনা ঘটেছিল তা কারও নজরে আসে নি। সকাল হলে প্রতিবেশীরা বাড়ির উঠোনে তার মৃতদেহ দেখতে পান। মৃতের মেয়ের অভিযোগ, তার বাবা ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজ করতে গিয়েছে। তার মাকে একা পেয়ে কেউ ধর্ষণ করে খুন করেছেন। এই ঘটনায় জড়িতরা দ্রুত গ্রেপ্তার না হলে আদিবাসী সংগঠন জেলা জুড়ে আন্দোলনে নামার হুমকি দিয়েছে।

সাপের বিষের জারসহ তিন জনকে গ্রেপ্তার করলো বিএসএফ

গত ৪ঠা ডিসেম্বর, সোমবার রাতে করণদিঘির কাদিরগঞ্জ সীমান্ত এলাকায় সাপের বিষের জারসহ তিন জনকে বিএসএফ আটক করে। বিএসএফের ১৪৬ নম্বর ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরা গোপন খবরের ভিত্তিতে নজরদারি চালিয়ে দুটি বাইকে তিন জন সন্দেহভাজনকে তল্লাশি চালিয়ে ওই জারটি উদ্ধার করে। বিএসএফ মঙ্গলবার জারসহ তাদের করণদিঘির পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পুলিশ জানিয়েছে, ১কেজি ৮০ গ্রাম ওজনের একটি জারে সাপের বিষ রয়েছে। ওই বিষ বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে আনা হয়েছিল। ওই বিষের মূল্য আন্তর্জাতিক বাজারে কোটি টাকার মতো। ধৃতদের মধ্যে দু'জন বিহারের বাসিন্দা ও একজন করণদিঘির ভুলকি এলাকার বাসিন্দা। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

২ সন্দেহভাজন বাংলাদেশী মহিলাকে পুলিশে দিলেন এলাকাবাসী

বনগাঁর পশ্চিমপাড়া এলাকার দুই সন্দেহভাজন বাংলাদেশী মহিলাকে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন এলাকার বাসিন্দারা। তাদের কাছে বৈধ পাসপোর্ট ও ভিসা না থাকায় বেআইনি অনুপ্রবেশের অভিযোগে দু'জনকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২রা ডিসেম্বর, শনিবার রাতে পশ্চিমপাড়া এলাকায় ওই দুই মহিলা ঘোরাফেরা করছিল। স্থানীয়দের বিষয়টি সন্দেহ হয়। তাঁরা মহিলাদের পরিচয় জানতে চান। চাপে পড়ে তারা বাংলাদেশী বলে স্বীকার করে। তারপরেই তাদের আগলে রেখে পুলিশে খবর দেন স্থানীয়রা। পুলিশ ঘটনাস্থলে দু'জনকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, ধৃতরা সীমান্তের চোরাপথ দিয়েই এ দেশে ঢুকেছে। তবে, সঠিক কী কারণে তারা এসেছিল তা জানার চেষ্টা চলছে। তদন্ত শুরু হয়েছে।

বাংলাদেশি পাসপোর্টে ভারতে ঢুকে, উত্তর ২৪ পরগণার বাদুড়িয়ায় রমরমিয়ে চলছিল জাল নোটের কারবার

গত ১২ই ডিসেম্বর, মঙ্গলবার বাদুড়িয়ার কাঁকড়াসুতির ডাঙাপাড়া এলাকায় হানা দিয়ে পুলিশ গ্রেপ্তার করে জালনোট চক্রের পান্ডা নায়েদ আহমেদকে। গ্রেপ্তার করে হয় সাজানো বাবা নাসিরুদ্দিন মোল্লাকেও। নাসিরুদ্দিনকে বাবা সাজিয়ে এ দেশের আধার কার্ড, প্যান কার্ড বানিয়ে ফেলেছিল নায়েদ আহমেদ। একটি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কের শাখায় অ্যাকাউন্ট খুলে রমরমিয়ে চালাচ্ছিল জাল নোটের ব্যবসা। দু'জনকে গ্রেপ্তার করে উদ্ধার করা হয় ৫৬০০ টাকার ভারতীয় মুদ্রার জাল নোট। যার মধ্যে ৫০০টাকার ৬টি, ১০০টাকার ২২টি, ৫০টাকার ৮টি জালনোট আছে।

পেট্রাপোলে গ্রেপ্তার ২ মাদক পাচারকারী

মাদক পাচারের অভিযোগে কোডাইন মিক্সচারসহ দুই পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করলো পেট্রাপোল থানার পুলিশ। গত ৬ই ডিসেম্বর, বুধবার রাতে পেট্রাপোল সীমান্তবর্তী জয়ন্তীপুর বাজার এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতরা হলো লোকমান শেখ ও নয়নতারা শেখ। ধৃতদের কাছ থেকে ১০.৭ লিটার কোডাইন মিক্সচার উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মাদক পাচারের অভিযোগে ধৃতদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

ধরমপুরে স্বর্ণ ব্যবসায়ীর বাড়িতে ডাকাতির ঘটনায় সিকিম থেকে গ্রেপ্তার রবিবুল শেখ

গত ২রা ডিসেম্বর, শনিবার সিকিমের তেদং থানা এলাকা থেকে গোয়ালপোখরের এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল গোয়ালপোখর থানার পুলিশ। গত ১৯ নভেম্বর গোয়ালপোখরের ধরমপুরে স্বর্ণ ব্যবসায়ীর বাড়িতে ডাকাতির ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত রবিবুল শেখ গোয়ালপোখরের আঙ্গারভাষা এলাকার বাসিন্দা। ডাকাতির পরে সে সিকিমে আত্মগোপন করে ছিল। ওই ঘটনায় জড়িত দু'জনকে কয়েকদিন আগেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেই রবিবুলের সন্ধান পাওয়া যায়। এ পর্যন্ত ওই ডাকাতির ঘটনায় তিনজন গ্রেপ্তার হলো। বাকিদের খোঁজ চলছে। উল্লেখ্য, ১৯ নভেম্বর গভীর রাতে ধরমপুর এলাকার সোনার দোকানের মালিক প্রদীপ কর্মকারের বাড়িতে ১০ থেকে ১২ জনের এক ডাকাত দল লুটপাট চালায়। নগদ টাকা ও সোনার অলঙ্কার নিয়ে তারা চম্পট দেয়। এরপরেই পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে।

ত্রিপুরায় গ্রেপ্তার ৮ মুসলিম অনুপ্রবেশকারী

গত ২৯শে নভেম্বর, বুধবার সকালে আট সন্দেহভাজন বিদেশী নাগরিককে আটক করে আগরতলা পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে রয়েছে তিনটি শিশু। এ ব্যাপারে জানা গেছে, এ দিন আগরতলার খয়েরপুর থানা এলাকায় সন্দেহজনকভাবে চলাফেরার জন্য ওই লোকেদের আটক করে পুলিশ। তাঁদের কাছ থেকে ভারতীয় নাগরিকত্বের কোনও প্রমাণপত্র পাওয়া যায় নি। তবে এদের কাছে রয়েছে রাষ্ট্রসংঘের বিশেষ আই কার্ড। ধৃতরা জানিয়েছে, তারা নাকি কাশ্মীর থেকে ত্রিপুরায় এসেছে। বুধবার পুলিশ ধৃতদের আদালতে হাজির করে। পুলিশের ধারণা ধৃত লোকেরা পাকিস্তান বা আফগানিস্তানের নাগরিক হতে পারে। এরা খুব ভালো হিন্দিতে কথা বলতে পারে। আর তা নিয়েই সন্দেহ দানা বাঁধছে।

৬ পাতার শেষাংশ

লস্কর জঙ্গি গ্রেপ্তার লখনউতে

হেফাজতে নিতে চায় মুম্বই পুলিশ। ২০১৪-য় কলকাতা থেকে ট্রেনে মুম্বই নিয়ে যাওয়ার পথে ছত্তিশগড়ের রায়গড় ও কারসারি স্টেশনের মাঝে মুম্বই মেল থেকে বেপাত্তা হয় ওই বন্দি। সঙ্গে সঙ্গে খবর যায় সবক'টি গোয়েন্দা এজেন্সির কাছে। রাজ্য সিআইডি, কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের গোয়েন্দাদের পাশাপাশি এনআইএ, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাও তার খোঁজ চালাচ্ছিল। রাজ্য পুলিশের এক শীর্ষকর্তা বলেন, ''মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদের আদি বাসিন্দা নইমের গ্রেপ্তারি আমাদের বড় সাফল্য ছিল। আমরা এনআইএ ও সংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা এজেন্সি গুলির সঙ্গে যোগাযোগ করছি।'' পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুধু অস্ত্র ও বিস্ফোরক পাচার নয়, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অনেকগুলি নাশকতার সঙ্গেও নইমের যোগ রয়েছে বলে তদন্তে উঠে আসে। ট্রেন থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর বেশ কিছু পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের গোপন ডেরায় নইম গা ঢাকা দিয়েছিল বলেও জানতে পারেন গোয়েন্দারা। পাকিস্তানে নতুন করে জঙ্গি কার্যকলাপের প্রশিক্ষণও নেয়। ২০১৬-য় মদিনায় বিস্ফোরণে যার নাম জড়িয়েছিল সেই মহম্মদ কাদরির সংস্পর্শেও আসে নইম। উত্তরপ্রদেশের বারাণসীসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নতুন করে নাশকতামূলক কার্যকলাপ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যও তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। গোপনে ডেরা বেঁধে লস্কর শিবিরে রিক্রুটের কাজ চালাচ্ছিল নইম, এমনই সন্দেহ গোয়েন্দাদের। রাজ্য পুলিশ সূত্রের খবর, এনআইএ-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে নইমকে ফের নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার জন্য আবেদন করা হতে পারে। কারণ, তার বিরুদ্ধে এ রাজ্যের মামলাগুলি এখনও বিচারাধীন।

ক্যানিং-এ কম্বল ও ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল ব্যাগ বিতরণ করলো হিন্দু সংহতি

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ক্যানিং মহকুমার অন্তর্গত তালদি বাজার এলাকা। হিন্দু সংহতির প্রধান কাজ হিন্দু প্রতিরোধ হলেও দুঃস্থ হিন্দুদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের দিকে সহযোগিতার হাত হিন্দু সংহতি তার জন্মলগ্ন থেকেই বাড়িয়ে আসছে। আর তার অঙ্গ হিসাবে তালদি বাজারে গত ১৭ই ডিসেম্বর, রবিবার এক অনুষ্ঠানে ছোটো ছোটো ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলব্যাগ ও খাতা এবং দুঃস্থ বয়স্ক পুরুষ ও মহিলাদের হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হয় হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হিন্দু সংহতির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান উপদেষ্টা শ্রী তপন ঘোষ মহাশয়, সম্পাদক শ্রী সুন্দর গোপাল মহাশয়, সহসম্পাদক শ্রী সুজিত মাইতি মহাশয় এবং সুদূর আমেরিকা থেকে আগত হিন্দু সংহতির শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রী দিলীপভাই মেহেতা। অনুষ্ঠানের শুরুতে সবাইকে বরণ করে নেওয়া হয়। তারপর স্থানীয় আদিবাসী ভাইবোনেরা নৃত্য পরিবেশন করেন। তারপর সবমিলিয়ে প্রায় ২০০-র বেশি মানুষকে কম্বল, স্কুলব্যাগ ও খাতা দেওয়া হয়। কম্বল ও খাতা তুলে দেন শ্রী তপন ঘোষ মহাশয় ও শ্রী দিলীপভাই মেহেতা। বিশেষভাবে উল্লেখ্য এই অনুষ্ঠানে হিন্দু সংহতিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন শ্রী শ্যামল পাঁজা ও শ্রীমতি তপতী পাঁজা।

শিয়ালদহ স্টেশনের নাম পরিবর্তন নিয়ে পোস্টার

শিয়ালদহ স্টেশনের নাম ভারত কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে করা হোক। এমনই দাবি তুলেছিলেন হিন্দু সংহতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তথা বর্তমান মুখ্য উপদেষ্টা তপন ঘোষ মহাশয়। এরজন্য সোস্যাল মিডিয়ায় প্রচার চালানোর সঙ্গে সঙ্গে অনেক জায়গায় পোস্টারও পড়ল। উত্তর ২৪ পরগণার সোনডালিয়া স্টেশন ও তার আশেপাশের অঞ্চলে শিয়ালদহ স্টেশনের নাম শ্যামাপ্রসাদের নামে করতে পোস্টারিং করল বারাসাতের কর্মী সৌরভ ও কুন্তল।

শিলিগুড়িতে হনুমান মন্দিরে চুরি, এলাকায় চাঞ্চল্য

শিলিগুড়ি থানার সূর্যনগরের হনুমান মন্দিরে গত ২৮শে নভেম্বর রাতে দুঃসাহসিক চুরি হয়েছে। দুষ্কৃতিরা মন্দিরের তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকে প্রায় সর্বস্ব চুরি করে চম্পট দিয়েছে। এ দিন সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা দেখতে পান তালা ভাঙা। মন্দিরের যাবতীয় পুজোর বাসনপত্র, ঠাকুরের রুপো ও কাঁসার আসবাবপত্র খোয়া গিয়েছে। মন্দির কমিটির তরফে শম্পা দাস বলেন, মঙ্গলবার রাতে পুজো ছিল। বুধবার সকালে দেখা যায় তালা ভাঙা। যাবতীয় সরঞ্জাম চুরি গিয়েছে। সব মিলিয়ে ৪০ হাজার টাকার ঠাকুরের গহণা ও বাসনপত্র চুরি হয়েছে। গত ২৮ জুন একই ভাবে তালা ভেঙে প্রণামীর বাক্স চুরি হয়েছিল। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। তবে শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয় নি।

হিন্দু সংহতির প্রেস মিটে প্রকাশিত হল ক্যালেন্ডার

গত ২৮শে ডিসেম্বর কলকাতা প্রেস ক্লাবে হিন্দু সংহতির প্রেস মিট হয়ে গেল। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে হিন্দু সংহতির প্রতিষ্ঠাতা তপন ঘোষ পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকারের উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। সেই সঙ্গে রাজনৈতিক কারণে পশ্চিমবঙ্গে জেহাদিদের বাড়বাড়ন্তের কথা বলতেও তিনি ভোলেননি। এদিন হিন্দু সংহতির তরফ থেকে একটি ক্যালেন্ডার প্রকাশ করা হয়। সংগঠনের সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য্য ও স্বামী রামানন্দ মহারাজকে সঙ্গে নিয়ে তপনবাবু আনুষ্ঠানিকভাবে ক্যালেন্ডারটি প্রকাশ করেন। ১৯৪৬ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় জেহাদিদের দ্বারা হিন্দুদের উপর যে আক্রমণ ঘটেছে সেই সমস্ত ঘটনার তথ্য সম্বলিত ক্যালেন্ডারটি। হিন্দু সংহতির প্রাণপুরুষ ও বর্তমান প্রধান উপদেষ্টা তপন ঘোষ এদিন অভিযোগ করেন যে গত ৩৪ বছরের বাম আমলে ২০১১ সাল পর্যন্ত রাজ্যে সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনার সংখ্যা অনেক বেশি। তিনি দলমত নির্বিশেষে হিন্দু ঐক্য গড়ে তোলার ডাক দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হিন্দু সংহতির সম্পাদক শ্রী সুন্দরগোপাল দাস, সহ সভাপতি শ্রী দেবদত্ত মাজি সহ সংগঠনের বিশিষ্ট কর্মীবৃন্দ।

কোলাঘাটে জবরদখলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল হিন্দু সংহতি

কোলাঘাটের রাক্শা গ্রামে হাইরোডের ধারেই মনীষা নায়েকের বাড়ি। বাড়ির সামনে সরকারি জায়গাতে একটি চায়ের দোকান করে জীবিকা চালান মনীষা নায়েক। স্বামী দীনেশ নায়েক দিনমজুরি করেন। কয়েকমাস ধরে স্থানীয় কিছু মুসলমান যাদের নেতৃত্বে রয়েছে সেখ রাজা, সেখ আনিসুর, সেখ মোফেজাল প্রতিদিন ওই পরিবারকে দোকান ও বাড়ির সামনের জায়গা ছেড়ে দিতে বলে। আর না ছাড়লে তাদের দশ হাজার টাকা দিতে হবে দাবি করে। ২৭শে ডিসেম্বর, সকালে টাকা চাওয়াতে মনীষা নায়েক ও তার শাশুড়ি তা দিতে অস্বীকার করে। তখন সেখ রাজারা গালাগাল দিয়ে তাদের বাড়ির সমস্ত আসবাবপত্র ফেলে দেয় ও বেড়া ভেঙে দেয়। বাধা দিতে গেলে দুষ্কৃতিরা তাদের মারধোর করে। মনীষাদেবীর শ্লীলতাহানি করে বলেও স্থানীয়দের অভিযোগ। খবর পেয়ে এলাকার হিন্দু সংহতির কর্মী

সমীর দলুই ও স্বপন দলুই রাক্সা গ্রামে আসে। তাদের নেতৃত্বে গ্রামের মানুষেরা দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। অবস্থা বেগতিক দেখে সেখ রাজা, সেখ আনিসুররা চম্পট দেয়। শেষ পর্যন্ত গ্রামের মানুষের ও গ্রাম কমিটির সাহায্য নিয়ে পুনরায় মনীষা নায়েক বাড়িতে বেড়া দিতে সক্ষম হয়েছেন।

হিন্দু সংহতি-র
দশম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে
১৪ই ফেব্রুয়ারী

বিরাট হিন্দু সমাবেশে যোগ দিতে
কলকাতা চলুন
প্রধান অতিথি ঃ মেজর জেনারেল জি ডি বক্সী
স্থান ঃ রাণী রাসমণি এভিনিউ ।। বেলা ১২-০০টা
হিন্দু সংহতি
হিন্দু সংহতি

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি ♦ <www.hindusamhatibangla.com>, <www.hindusamhati.net>, <www.hindusamhatitv.blogspot.in>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006, Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Parganas, Editor's Name & Address : Samir Guha Roy, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012, Phone : 7407818686